কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোকে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী মানুষ

যারা বলেন, রসূলুল্লাহ নূরের তৈরী তাদের জবাবে

লেখক

মো: কামরুল হাসান বিন আব্দুল মাজিদ

তরুণ লেখক ও গবেষক

কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোকে

রসূলুল্লাহ (স) মাটির তৈরী মানুষ

লেখক

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ কামরুল হাসান
বিন আব্দুল মাজিদ আত্-তামিমী

(তরুণ লেখক ও গবেষক)
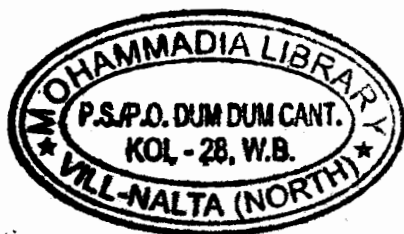
প্রকাশনায়

দারুল ইসলাম পাবলিকেশন্স

বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ০১৭৪-৮০৮৪৫৭৩

কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোকে

রসূলুল্লাহ (স) মাটির তৈরী মানুষ

লেখক: আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ কামরুল হাসান বিন আব্দুল মাজিদ আত্-তামিমী

প্রকাশনায়
দারুল ইসলাম পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ০১৭৪-৮০৮৪৫৭৩

কলকাতার একমাত্র পরিবেশক
হাতেম বুক ডিপো
বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ
Phone: 8972068689, 7797872921

বিনিময়: ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র।

মুদ্রণ: সোনাবরু প্রিন্টার্স, পাতলাখান লেন, ঢাকা

সূচিপত্র :

লেখকের ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله — أما بعد:

অবশ্যই সকল প্রশংসা সেই মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। যাকে আল্লাহ সৎপথ দেখান তিনি পথভ্রষ্ট হন না এবং যাকে তিনি বিপথে চালিত করেন তাকে কেউই সৎপথে চালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনই ইলাহ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং বান্দা। - সহীহ মুসলিম, মিশকাত, বাবু আলামাতিন নবুওয়াত, ২য় খণ্ড, আর-রাহীকুল মাখতুম, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা নং ১৭৫।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ বহু হাদীছ গ্রন্থে স্পষ্ট আলোচিত হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতোই রক্ত মাংসে গড়া মাটির তৈরি মানুষ।

তারপরও কিছু সংখ্যক ভণ্ড পীরপন্থীরা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মাটির তৈরি স্বীকার করেন না। বরং তাদের দাবি হলো, নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি। তাদের পক্ষে পবিত্র কুরআনের কোন স্পষ্ট দলিল নেই এবং ছহীহ হাদীছও নেই। বরং তারা কয়েকটি 'জাল' হাদীছকে দলিল হিবে গ্রহণ করেছে। অথচ ইসলামী শরীয়তে 'জাল' হাদীছের কোন স্থান নেই।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

– من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار –

অর্থাৎ– আর যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে **যেন তার বাসস্থান** জাহান্নামে ঠিক করে নিলো। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ **পাবলিকেশন্স** ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ৩৪৬১, আধুনিক প্রকাশনী, হাদীছ নং৩২০২, **ই.ফা.বা.** হাদীছ নং ৩২১২, মাদ্‌রাসা পাঠ্য মিশকাত আলিম ১ম বর্ষ, হাদীছ নং **১৮৭,** তাহক্বীক্ব আলবানী মিশকাত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৯৮।

অতএব আমাদেরকে 'জাল' হাদীছ বর্ণনা করা হতে বেঁচে থাকতে হবে।

উক্ত বইটি লেখার উদ্দেশ্য হলো, রাসূল স. নুরে তৈরী না মাটির তৈরী তা বিশ্লেষণ করা। সঠিক আক্বীদাহ সম্পন্ন তাওহীদপন্থী ভাইদেরকে সহীহ দলিলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করত তা জানিয়ে দেয়া । আর তা হলো নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতোই বাবা মার ঘরে আসা একজন মানুষ । তিনি মাটির তৈরি। নুরে তৈরী নন। নুরে তৈরীএ আকীদার মূল হলো জাল হাদীস। তাই কেউ যাতে বিদআতীদের 'জাল' যঈফ হাদীছের খপ্পরে পরে ঈমান নষ্ট না করে তার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

উক্ত বইটি দ্বারা মহান আল্লাহ্ আমাকে, আমার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী এবং আমার সকল তাওহীদপন্থী উস্তাদগণের নাজাতের উসিলা হয় ও আমাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন। মহান আল্লাহর নিকট আরও প্রার্থনা এই যে, উক্ত বইটির মাধ্যমে তিনি যেন প্রকাশক জায়েদ লাইব্রেরীর পরিচালক জহুরুল হক জায়েদ ভাইকে এবং তার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করেন ও তাঁদের সকলের নাজাতের উসিলা করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত
লেখক কামরুল হাসান
১৬ অক্টোবর, ২০১২ ইং
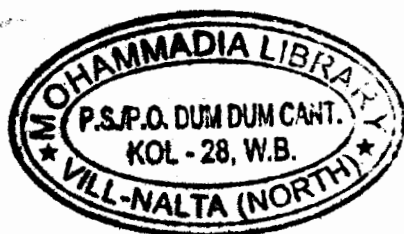
রসূল ﷺ নূর না মাটি

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের আক্বীদাহ এই যে, রসূল ﷺ মাটির তৈরি নন, বরং নূরের তৈরি।

তারা দলীল হিসেবে সূরা **মায়েদার ১৫ নম্বর** আয়াত পেশ করে থাকেন। তারা (নূরীরা) **বলেন, উক্ত আয়াতে মহান** আল্লাহ রাব্বুল আলামীন **মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি এ কথাই ঘোষণা করেছেন** ।

আসলে উক্ত আয়াতে **মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি সে কথা বলা হয়নি,** বরং বলা হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষের কাছে একটি সমুজ্জল গ্রন্থ ও একটি নূর বা আলো এসেছে।

এবার আমরা সরাসরি উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করলাম। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

অর্থাৎ– তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে একটি নূর (জ্যোতি) এবং **একটি সমুজ্জল** স্পষ্ট কিতাব (কুরআন)। – সূরা মায়িদাহ ১৫।

আয়াতটির **তাফসীর : আল্লাহর** রাব্বুল আলামীন এই আয়াতে বললেন, جَاءَ (যায়া) **শব্দটির অর্থ** 'এসেছে। كُمْ (কুম) অর্থ তোমাদের (কাছে)। **এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ এখানে** خَلَقَ (খলাক্বা) না বলে **বলেছেন** جَاءَ **(যায়া) অর্থাৎ এসেছে, আর** خَلَقَ (খলাক্বা) অর্থ সৃষ্টি করা। **কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল** আলামীন উক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলেছেন جَاءَ (যায়া) **অর্থাৎ এসেছে**। তারপরও কিভাবে বিদআতীগণ উক্ত আয়াত দ্বারা দলিল দেয় **যে, মুহাম্মদ** ﷺ নূরের তৈরি।

অতপর অপর অংশে বললেন, كُمْ (কুম) অর্থাৎ তোমাদের নিকট। এ বাক্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী মুহাম্মদ ﷺ–কে একা বললেন না বরং সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন। তাহলে একা মুহাম্মদ ﷺ নূরের

তৈরি হবেন কেন? كُـمْ (কুম) শব্দটি বহুবচন (جمع) অর্থাৎ সকল মানুষের কাছে এসে একটি নূর (জ্যোতি) এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ (কুরআন)। এই আয়াত দ্বারা যদি নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি হন তাহলে তো সকল মানুষ নূরের তৈরি হবেন । কেননা এ আয়াতে كُـمْ দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু এতেও নূরী ভাইয়েরা মানতে রাজি হবে না। তাহলে কি করে তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরি বলে আমার বুঝই আসে না।

قَدْ جَاءَكُمْ তোমাদের নিকট এসেছে مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ হতে نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ একটি জ্যোতি ও একটি সমুজ্জল কিতাব।

কিন্তু সমুজ্জল কিতাব দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এতে সকল মুফাসসিরগণ একমত যে, তা দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এখন মতবিরোধ হলো نُـورٌ শব্দ দ্বারা। ~~نُـورٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আমরা এখন আরবী তাফসীর দেখব।~~ তাফসীর গ্রন্থগুলোতে نُـورٌ দ্বারা কি বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে আমরা এখন আরবী তাফসীর দেখব। **তাফসীর গ্রন্থগুলোতে نُـورٌ দ্বারা কি বলা হয়েছে–**

قيل: هو القرآن سماه نور الكشف ظلمات الشرك والشك أو لأنه ظاهر الإعجاز وقيل: النور الرسول وقيل: الإسلام، وقيل: النور موسى والكتاب المبين التوراة ولو اتبعوها حق الإتباع لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ هي امرة بذلك مبشرة به (البحر المحيط فى التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (208/4

অর্থাৎ– কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনকে নূর (আরো) নাম রাখার কারণ এই যে, তা শির্ক ও সন্দেহের অন্ধকার হতে বের করে সোনার নূর দ্বারা রাসূল ﷺ-কে যে নবুওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, নূর দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, নূর দ্বারা মূসা عليه السلام-কে

বুঝানো হয়েছে, আর 'কিতাবুম-মুবীন' দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা যদি তাওরাতের যথাযথ অনুসরণ করত, তাহলে অবশ্যই তারা (বনী ইসরাঈলগণ) মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনত। কেননা তাওরাতেও মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সুসংবাদ প্রদান করেছে। – আল-বাহরুল মুহীত্ব ফিত-তাফসীল, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আবু হাইয়ান আল-আন্দুলুসী (স্পেনীয়) ৪র্থ খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

উল্লেখিত আয়াতে نُوْرٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এর গ্রহণযোগ্য তাফসীর করেছেন 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থের লেখক মুফতী শফী (রহঃ)। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমের সূরা মায়িদার ১৫ নম্বর আয়াতের (নূর) نُوْرٌ শব্দ দ্বারা নবুওয়াতের জ্যোতিকে বুঝিয়েছেন। – মা'আরিফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ৩২০ পৃষ্ঠা।

এ মতটিই সর্বাধিক সহীহ (বিশুদ্ধ)।

নবুওয়াত আসার আগের পৃথিবী ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। তখন মানুষ এতো অশ্লীল পাপে নিমজ্জিত ছিল যে, কন্যা সন্তানদের নিজ হাতে পুঁতে ফেলত, মদ পানকে এবং নারী সম্ভোগ করাকেও তাদের কাছে বৈধ মনে হতো। সে সমাজে গরিব-নিঃস্বদের কোন মান-সম্মান ছিল না। সকলে Right is Might অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার– এ নীতিতে বিশ্বাস ছিল। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে সুঠামদেহী সন্তান লাভের আশায় অন্য সুঠামদেহী পুরুষের ঘরে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত দিয়ে রাখত।

একটি উটকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ চল্লিশ (৪০) বছর যাবত যুদ্ধ চলছিল। এমন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীমুহাম্মদ ﷺ-কে নবুওয়াত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল জাহিলিয়াত দূর করেন। – সিরাতে ইবনে হিশাম, আর-রাহীকুর মাখতুম, তাওহীদ পাবঃ ৬২-৮৩ পৃষ্ঠা।

আর এই নবুওয়াতকেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন نُوْرٌ বা আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ মতটিই সর্বাধিক সহীহ তাফসীর।

বিদআতীরা বলেন থাকেন, যারা বলে, মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি তারা কাফের। অথচ তারা নিজেরাই যে এ দোষে দোষী সে দিকে লক্ষ্যও করেন

না। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বরায় মুনাফিকদের একটি উক্তি তুলে ধরেন এভাবে –

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ- আর যখন তাদের (মুনাফিকদের) বলা হয়, মুমিনদের মতো তোমরাও ঈমান আনয়ন কর, তখন তারা (মুনাফিকরা) বলে, আমরা কি সে রূপ ঈমান আনব, যেরূপ ঈমান আনয়ন করেছে বোকারা (নির্বোধেরা)? সাবধান! তারাই (মুনাফিকরাই) বোকা (নির্বোধ)। কিন্তু তারা তা বুঝতে (উপলব্ধি করতে) পারছে না। – সূরা বাক্বরাহ,২ঃ১৩।

এই আয়াতের মতই বিদআতপন্থী নূরী ভাইয়েরা তাওহীদপন্থীদের অন্যায় দোষে দোষী করছেন। **অথচ তারা মুহাম্মদ ﷺ–কে নূরের তৈরি বলার কারণে বহু আয়াত এবং সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজেরাই যে ঈমানী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তা উপলব্ধি করতে পারছে না।**

বিদ'আতী নূরী ভাইয়েরা মুহাম্মদ ﷺ-কে বেশি সম্মান করতে গিয়ে, বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। **অথচ মুহাম্মদ ﷺ নিজেই বলেছেন –**

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله –

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি উমার বিন খাত্তাব رضي الله عنه-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন। তিনি (উমার) বললেন, আমি নবীমুহাম্মদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে খ্রীস্টানরা ঈসা ইবনু মারিয়াম عليه السلام-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। বরং আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল ﷺ। –সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা: ৩৪৪৫, আধুনিক প্রকাশনী হা: ৩১৯০, ই.ফা.বা. হা: ৩১৯৯, ইমাম দারেমী ও সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু **এটুকুই বলব যেটুকু পবিত্র কোরআন এবং সহীহ** হাদীস বলেছে।

উক্ত হাদীসের عبد الله অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা শব্দটি গবেষণা করলে প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। কেননা আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন মানুষকেই কেবল মাত্র তাঁর বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

যদি বিদ'আতী নূরী ভাইদের সামনে বলা হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। তখন দেখবেন তারা কি যে অবস্থা করে .... তারা বলবে, 'নাউযু-বিল্লাহ' বলেন কি? নবীজি ﷺ আমাদের মত মানুষ কি করে হয়? তিনি আমাদের থেকে অনেক (উর্ধ্বে) উপরে। আমি বলব রসুল ﷺ কে আপনিই তো বাড়াবাড়ি করে বেশি সম্মান দিতে গিয়ে অপমানিত করছেন। **বরং মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ।**

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন –

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

অর্থাৎ {হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি} বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মাবুদ (এবং আমার মাবুদ) তো একই মাবুদ। – সূরা কাহ্ফ ১৮:১১০।

এই আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর মানুষকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন –

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾

অর্থাৎ স্মরণ করুন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব।

– সূরা সা'দ বা ছোয়াদ ৩৮:৭১।

সুতরাং কাহ্ফের আয়াতটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। আর অত্র সূরা সাদ বা সোয়াদ এর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে তিনি মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।

অতএব মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ।

এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾

অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ) মাটি থেকে তোমাদেরকে (মানুষদেরকে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি কাল (সময়), (আর) একটি নির্দিষ্টকাল (সময়) আছে, যা তিনিই জানেন। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। – সূরা আনআম ৬ঃ২।

এই আয়াতেও মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমরা সূরা কাহ্‌ফের ১১০ নং এবং হা-মীম সিজদার ৬নং আয়াত হতে জানতে পারলাম মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। আর ছোয়াদের ৭১ নং আয়াত এবং সূরা আনআমের ২নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।

অতএব এতেও প্রমাণিত যে, মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। শুধু এখানেই শেষ নয় মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে বীর্য হতে। অথচ মানুষ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। –সূরা আন-নাহল ১৬ঃ৪।

এই আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ বললেন, আমি মানুষকে বীর্য (অপবিত্র পানি) হতে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মিলনে যে, বীর্যপাত হয় ঐ বীর্য হতেই সন্তান মায়ের রেহমে (মাতৃগর্ভে) জন্ম নেয়।

এ মর্মে রসূল ﷺ বলেন,

عن عبد الله قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة ثم ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزق وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو

الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غيرذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال آدم إلا ذراع.

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী স্বীকৃত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত (বীর্য হিসেবে) জমা ছিলে। তারপর ঐ রকম চল্লিশদিন রক্তপিণ্ড, তারপর ঐ রকম চল্লিশদিন মাংসপিণ্ড আকারে ছিলে। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে রিযিক, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এ চারটি বিষয় লেখার জন্য আদেশ দেয়া হয়। তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) আরো বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোন ব্যক্তি জাহান্নামবাসীদের আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্বদীর তার উপর প্রাধান্য লাভ করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্বদীর তার উপর প্রাধান্য লাভ করে আর তখনি সে জাহান্নামীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আদম (রহ.) তাঁর বর্ণনায় কেবল এক হাত বলেছেন। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৬৫৯৪, আধুনিক প্রকাশনী হাঃ ৬১৩৪, ই.ফা.বা. হাঃ ৬১৪২।

উল্লেখিত আয়াত এবং অত্র হাদীস হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে মাটি দিয়েই প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দুনিয়াতে পাঠানোর জন্য বীর্যকে মাধ্যম হিসেবে গঠন করেন। অত্র আয়াত এবং হাদীস হতে বুঝা যায় মানুষ দুনিয়াতে প্রেরণের মাধ্যম হল অপবিত্র পানি বা বীর্য। নূরী ভাইদের নিকট আমার প্রশ্ন হল – মুহাম্মদ ﷺ–এর কি পিতা-মাতা ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন, তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম

আমিনা। আর মুহাম্মদ ﷺ-কে আব্দুল্লাহর বীর্য এবং আমিনার বক্ষের ডিম্ব রস হতে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলেই যে বীর্য বের হয় তার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হয়। এ মর্মে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করা হল –

عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه –

অর্থাৎ আনাস ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ মায়ের রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তিনি (ঐ ফিরিশতা) বলেন, হে প্রতিপালক! এটি বীর্য। (চল্লিশদিন পর বলেন,) হে প্রতিপালক! এটি রক্ত পিণ্ড। (আবার চল্লিশদিন পর বলেন) এটি মাংস পিণ্ড। মহান আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রতিপালক এটি পুরুষ হবে না নারী? এটি দুর্ভাগা হবে, না ভাগ্যবান হবে? তার রিযিক কী পরিমাণ হবে? তার জীবন কাল কত দিনের হবে? তখন (আল্লাহর নির্দেশ মত) তার মায়ের পেটে থাকা কালে ঐ রকমই লিখে দেয়া হয়। – সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৬৫৯৫, আধুনিক প্রকাশনী, হাঃ ৬১৩৫, ই.ফা.বা. হাঃ ৬১৪৩।

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দু'টি হতে স্পষ্ট বুঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে যে বীর্য নির্গত হয় তার থেকেই সন্তান সৃষ্টি হয়।

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

অর্থাৎ যিনি (আল্লাহ তাআলাই) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। –সূরা আত-ত্বরিক্ব ৯৬ঃ২।

এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

অর্থাৎ (৫) সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিৎ কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) তাকে (মানুষকে) সৃষ্টি করা হয়েছে নিঃসৃত পানি (বীর্য) হতে। (৭) যা (বীর্য) বাহির হয় (পুরুষের) মেরুদণ্ড হতে এবং (মহিলাদের) বক্ষদেশের মধ্য হতে। – সূরা আত্ব-ত্বরিক্ব ৮৬ঃ ৫-৭।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং সহীহ বুখারীর হাদীস দু'টিতে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মানুষকে তিনি স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বীর্যের মাধ্যমে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উক্ত বীর্য চল্লিশদিন পর রক্তপিণ্ডে ধারণ করেছে, তারপর আবার চল্লিশদিন পর মাংসপিণ্ডে ধারণ করেছে। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষে পরিণত হয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন। সুতরাং এখন গবেষণার বিষয় মুহাম্মদ ﷺ-এর কি পিতা-মাতা ছিলেন না? আর তাদের মাধ্যমেই তো মহান আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন।

যদি নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি হতেন, তাহলে তাঁর পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে কিছুই থাকত না। কেননা আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা জানি নূরের তৈরি হলেন ফেরেশতাগণ। আর ফেরেশতাগণের পিতা-মাতা ছেলে-মেয়ে কিছুই নেই। তাঁদেরকেই মহান আল্লাহ নূর (আলো) দ্বারা তৈরি করেছেন। পক্ষান্তরে নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি নন। বরং তিনি মাটির তৈরি একজন মানুষ। যে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বের আলোচনায় জানতে পেরেছি।

অনেকের প্রশ্ন থাকবে মাটির তৈরি হলে এখানে আবার বীর্যের দ্বারা তৈরি বললেন কেন? এ ব্যাপারে আমি বলব, এটি হল মহান আল্লাহর একটি মাধ্যম যে, এই অপবিত্র পানির মাধ্যমে তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

তাছাড়া এর আরো অনেক কারণ থাকতে পারে। মহান আল্লাহ জানেন মানুষ দুনিয়ায় এসে অহংকারে তাঁর বিধান ভুলে যাবে। তাই মানুষকে সতর্ক করে স্মরণ করিয়ে দিতেছেন কি বস্তু থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছি। অথচ তুমি অহংকার করছ।

তাছাড়া মানুষকে অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হল একে অপরের নিকট পরিচিতি লাভ করা।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে যিনি তৈরি করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি তৈরি করেছেন তাঁর থেকে তাঁর জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী। আর তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থী হও এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। –সূরা নিসা ৪:১

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

অর্থাৎ হে মানুষ! আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ (আদম) ও একজন মহিলা (হাওয়া) থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের নিকট পরিচিতি লাভ করতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। – সূরা হুজুরাত, ৪৯:১৩।

উল্লিখিত আয়াত দু'টি হতে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ বীর্যের মাধ্যমে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হল। যাতে মানুষ রক্ত সম্পর্ক বজায় রেখে একে অন্যের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

তাছাড়া উক্ত আয়াত দু'টি হতে আরো একটি বিষয় জানা যায়, তাহল মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। কেননা উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, হে

মানুষ! তাছাড়া সূরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াতে স্পষ্টই বলা হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই মানুষ। আর এ আয়াতেও মানুষ বলে ডাক দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আয়াত দু'টি তো মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছে। সুতরাং তিনি মানুষ বলেই তো তাঁর উপর কুরআন নাযিল হলো। অতঃপর আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে মানুষকে আদম এবং হাওয়া عليها السلام হতে তৈরি করা হয়েছে। আর আদম عليه السلام কে মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। – সূরা ছোয়াদ ৩৬, সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা: ৩৯৫৫।

সুতরাং আদমের সুযোগ্য সন্তান মুহাম্মদ ﷺ-কেও মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। অতএব মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ, হাঃ৭২৮১, আধুনিক প্রকাশনী, হা: ৬৭৭২, ই.ফা.বা. হা: ৬৭৮৪, মাদরাসা পাঠ্য মিশকাত হা: ১৩৬, তাহক্বীক মিশকাত হা: ১৪৪।

মুহাম্মদ ﷺ মানুষ বলেই তো তিনি মানুষের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হলেন। উক্ত সহীহ বুখারীর হাদীছ হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

মহান আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে অপবিত্র পানি দ্বারা তৈরী করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে (মানুষকে) কেমন বস্তু থেকে তৈরী করেছেন। অপবিত্র পানি (বীর্য) থেকে তিনি (আল্লাহর) তাঁকে (মানুষকে) তৈরী করেছেন; অত:পর তাঁকে পরিমিত করেছেন। – সূরা আবাসা, ৮০:১৮-১৯।

এ আয়াত হতেও স্পষ্ট বুঝা যায় মহান আল্লাহ মানুষকে বীর্য হতে তৈরী করেছেন। আর মুহাম্মদ ﷺও একজন মানুষ। সুতরাং অত্র আয়াত হতেও প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী নন। বরং অপবিত্র পানির মাধ্যমে মাটির তৈরী একজন মানুষ।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾

অর্থাৎ- আমি কি তোমাদেরকে (সকল মানুষকে) অপবিত্র পানি দ্বারা তৈরী করিনি? – সূরা মুরসালাত, ৭৭:২০।

এ আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ আরো স্পষ্ট বলেছিলেন, তিনি মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে অপবিত্র পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ নূর দ্বারা তৈরী নয়। বরং বীর্যের মাধ্যমে মাটি দ্বারা তৈরী। যারা বলে মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী তাদেরকে যদি বলা হয়, আচ্ছা বলুনতো নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পিতার নাম কি? তারা বলবে আব্দুল্লাহ, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মায়ের নাম কি? তারা বলবে আমিনা, আমিনার পিতার নাম কি? বলবে ওয়াহাব, এভাবে উপরের দিকে আদম عليه السلام পর্যন্ত গিয়ে পৌছিবে।

আবার যদি বলা হয় 'আব্দুল্লাহর পিতার নাম কি? নূরী ভাইয়েরা বলবে আব্দুল মুত্তালিব, তারপর তার পিতার নাম কি? এভাবে গিয়ে ইসমাঈল عليه السلام সহ ইব্রহীম عليه السلام কে নিয়ে আদম عليه السلام পর্যন্ত পৌছিবে। আর আদম عليه السلام-কে কি দিয়ে, কিভাবে তৈরী করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۞ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। এবং এর আগে জ্বীন সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ আগুন থেকে। হে

মুহাম্মদ ﷺ আপনি স্মরণ করুন যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন, অবশ্যই আমি মানুষ সৃষ্টি করতে চাই গন্ধযুক্ত বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। অত:পর যখন আমি তাঁকে ঠিকঠাকমত গঠন করব এবং তাঁর মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে। তখন ফেরেশতারা সবাই একত্রে সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস (সিজদা) করল না। সে সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হতে অস্বীকার করল। (মহান) আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না। সে (ইবলীস) বলল, আমি এমন নই যে, আমি এমন এক মানুষকে সিজদাহ্ করব, যাঁকে আপনি সৃষ্টি করেছেন গন্ধযুক্ত বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। – সূরা হিজ্‌র ১৫ঃ২৬-৩৩।

উল্লেখিত আয়াতগুলো হতে প্রমাণিত হয় সমস্ত মানুষকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহাফের ১১০নং আয়াত জানতে পেরেছি যে, **মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ।** আর এ **আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে মানুষকে মাটি** হতে তৈরী করা **হয়েছে। অতএব মুহাম্মদ ﷺ মাটির** তৈরী একজন মানুষ এটাই প্রমাণিত **হলো। তাছাড়া উল্লেখিত আয়াতগুলোর** শেষ অংশে আদম عليه السلام-কে **কিভাবে তৈরী করেছেন** তার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং স্পষ্ট বলা হয়েছে আদম عليه السلام-কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আদম عليه السلام-এর সুযোগ্য সন্তান মুহাম্মদ ﷺ-কেও মাটি হতে তৈরী করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এবং এটাই চূড়ান্ত ফায়সালা। নবী মুহাম্মদ ﷺসহ সমস্ত মানুষ আদম عليه السلام-এর সন্তান। আর আদম عليه السلام-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

এ মর্মে রসূল ﷺ বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لينتهين أقوام يفتخرون بأبآئهم الذين ماتوا إنماهم فحم جهنم أو ليكونن أهوان على الله من العجل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بأبآء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب –

অর্থাৎ আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যে সমস্ত সম্প্রদায় তাদের পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ব করে, তারা যেন অবশ্যই তা হতে বিরত থাকে। কেননা তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। নতুবা তারা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে গোবরে পোকার তুলনায় বেশি অপমাণিত হবে, যা নিজের নাক দিয়ে গোবরের ঘুঁটা তৈরী করে। তোমাদের হতে মহান আল্লাহ তা'আলা জাহিলী যুগের গর্ব অহংকার ও পূর্ব পুরুষদের নিয়ে আত্মগর্ব প্রকাশ দূরীভূত করেছেন। এখন সে মু'মিন- মুত্তাক্বী অথবা পাপাত্মা-দূরাচার। সমস্ত মানুষ আদম ﷺ-এর সন্ত ান। আর আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। – আবু দাউদ, সহীহ আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী হাঃ ৩৯৫৫, তা'লীকুর রাগীব (৪/২১,৩৩,৩৪) গাইয়াতুল মারাম, হাঃ ৩১২, মাদরাসা পাঠ্য মিশকাত ৯ম শ্রেণী, হাঃ ৪৬৮০।

তাহক্বীক্বঃ ইমাম তিরমিযী এবং নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস রসুল ﷺ বলেন,

الناس كلهم بنوا آدم وآدم خلق من تراب

অর্থাৎ সকল মানুষ আদম ﷺ-কে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহাফের ১১০নং আয়াত হতে জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম ﷺএর সুযোগ্য সন্তান মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরী একজন মানুষ। কেননা প্রত্যেক বস্তুই তার মূলের দিকে ফিরে যায়। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ–কেও তাঁর মূল আদি পিতা আদম ﷺ এর দিকে ফিরানো হল। আর আদম ﷺ যেহেতু মাটির তৈরী, তাঁর সন্তান মুহাম্মদ ﷺও সেহেতু মাটির তৈরী। এটাই আলেমগণের ঐক্যমত। আর এটাই সুসাব্যস্ত মত। শুধু এখানেই সমাপ্ত নয়। মুহাম্মদ ﷺ যে, আদম ﷺ-এর সন্তান, এ মর্মে সহীহ বুখারীতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে মে'রাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাহাবী মালিক ইবনু সা'সা ﷺ হতে বর্ণিত। নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح -

অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ বললেন, আমি যখন (প্রথম আসমানে) পৌঁছলাম, তখন সেখানে আদম عليه السلام-এর সাক্ষাত পেলাম। জিবরাঈল عليه السلام বললেন, **ইনি** আপনার আদি পিতা আদম عليه السلام তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি (আদম) সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আগমন শুভ হোক নেক্‌কার পুত্র এবং নেক্‌কার নবী (মুহাম্মদ ﷺ)-এর।

– সহীহ বুখারী, তওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হাঃ ৩৮৮৭, আধুনিক প্রকাশনী হাঃ ৩৬০০, ই.ফা.বা. হাঃ ৩৬০৫।

সহীহ বুখারী বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান। জিবরাইল عليه السلام **মুহাম্মদ ﷺ-কে আদম** عليه السلام-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে **বললেন, আদম** عليه السلام **আপনার** আদি পিতা, নবী মুহাম্মদ ﷺ ও **আদম** عليه السلام**-কে পিতা বলে স্বীকার করলেন**, আর আদম ও **স্বীকার করলেন, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সন্তান।**

ইতোপূর্বে সহীহ আত-তিরমিযী বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, **সমস্ত মানুষ আদম** عليه السلام-এর সন্তান আর আদম عليه السلام-কে তৈরী করা হয়েছে মাটি দিয়ে। অতএব এ হাদীস দ্বারা ও প্রমাণিত হল যে, মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর পুত্র। অর্থাৎ আদম عليه السلام সহ তাঁর সকল সন্তানদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মাটি থেকেই তৈরী করেছেন। এ মর্মে আরো একটি সহীহ হাদীস পেশ করা হল :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: قد أذهب الله عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء: مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب -

অর্থাৎ- আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা জাহেলী যুগের গর্ব অহংকার ও পূর্ব পুরুষদের নিয়ে আভিজাত্যের অহংকার তোমাদের হতে অপসারণ করেছেন। এখন কোন লোক হয় আল্লাহভীরু মু'মিন কিংবা বদ-নসীব

মহাপাপী। মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। আর আদম ﷺ-কে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। – সহীহ আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৯৫৬, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী।

তাহক্বীক্ব: ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি পূর্বের হাদীস হতে বেশি সহীহ এবং অধিক শক্তিশালি ও মজবুত। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসে ও বলা হয়েছে মানুষ আদম ﷺ এর সন্তান। আদম ﷺ মাটির তৈরী।

ইতোপূর্বে আমরা সূরা কাহাফের ১১০ আয়াত এবং সূরা হা-মীম-সিজদার ৬নং আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট বললেন, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, সেহেতু তিনি আদম ﷺ-এর সন্তান। অতএব আদম ﷺসহ সকল মানুষকে মহান আল্লাহ তা'আলা মাটি দ্বারা তৈরী করেছেন।

আদম ﷺ যে, মাটির তৈরী এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসা ﷺ-এর দৃষ্টান্ত আদম ﷺ-এর দৃষ্টান্তের মত। তিনি (আল্লাহ) আদম ﷺ-কে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

– সূরা আল-ইমরান ৩ঃ৫৯।

উক্ত আয়াতও প্রমাণ করে আদম ﷺ মাটির তৈরী, আর আদম ﷺ-এর পর থেকে যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে এবং আসবে সবাই আদম ﷺ-এর সন্তান। মহান আল্লাহ যেহেতু আদম ﷺ-কে মাটি দিয়ে তৈরী করলেন। সেহেতু তাঁর সন্তানদেরকেও মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ হলেন সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান। যেহেতু পিতা মাটির তৈরী, সেহেতু পুত্রও মাটির তৈরী। নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতের আলামত সমূহের উপরে মহামতি ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ সানাদে প্রমাণিত কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যে সমুদয় বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথা পরিস্কারভাবেই প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ ছিলেন। তিনি

আল্লাহ তা'আলার খাস নূরের তৈরী কিংবা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই মুহাম্মদ নাম ধারণ করে মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেননি। যেমন মুশরিকগণ বলে থাকে-

"মুহাম্মদ নাম তোমার-আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু। (নাউযু-বিল্লাহ)

এ বিষয়ের যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, আক্বীদাহ-বিশ্বাস এবং কথাবার্তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর তথা কুফুরী ও শিরক বটে।

কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত বিষয়ে স্বীয় কুরআনুল কারীমের মাধ্যমেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অন্য কারো কোন অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ নেই। সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াত অর্থাৎ ১১০ নাম্বার আয়াতে এবং সূরা-ফুসলিলাত বা হা-মীম সিজদার ৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অর্থাৎ {হে মুহাম্মদ ﷺ} আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই (রক্তে-মাংসে গড়া মাটির তৈরী) একজন মানুষ। (তবে পার্থক্য এই যে) আমার কাছে অহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ (আর আমার মা'বুদ) তো একই মা'বুদ। (আর তোমাদের নিকট অহী আসে না, এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই)। – সূরা কাহফ, ১৮ঃ১১০, সূরা ফুসসিলাত ৪১ঃ৬।

অতএব উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তা' আলা মু'মিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের (মানুষের মধ্য হতেই একজন (মানুষকে) রসুল (রূপে) প্রেরণ করেছেন। – সূরা আল-ইমরান ৩ঃ১৬৪।

তাফসীর:- উক্ত আয়াতে উল্লেখিত رسولا من أنفسهم এই শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ "মাফসীরে রূহুল

মা'আনী" তে আল্লামা শাইখ শিহাবুদ্দীন আলুসী-আল-হানাফী (রহ.) লিখেছেন, রসুল ﷺ-কে মানুষ বলে জানা ও তাঁকে মানুষের সন্তান মানুষ বলেই গ্রহণ করা সহীহ হওয়ার জন্য একান্ত শর্ত। তাঁকে (মুহাম্মদ ﷺ-কে) ফেরেশতা, জ্বীন, নূরের দ্বারা তৈরী এ সব কিছু বলা যাবে না, বা চিন্ত া-ভাবনাও করা যাবে না। যেমন:- তাফসীরে রূহুল মা'আনীর নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যে পরিস্কার করেই বলা হয়েছে-

هل العلم وبكونه ﷺ بشر ومن العرب شرط في صحة الإيمان أم من فروض الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان ثم قال فلو قال شخص أو من برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا جميع الخلق لكن لا هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن -

অর্থাৎ- নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ ছিলেন, আরবীয় মানুষ ছিলেন, এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে মানুষ বলেই জানা ঈমানের জন্য শর্ত না, ফরযে কিফায়াহ? এর জবাব এই যে, উক্ত বিষয়টি ঈমানের জন্য শর্ত বটে। অত:পর কেউ যদি বলে, মুহাম্মদ ﷺ সমস্ত মাখলুকের জন্য এটা বিশ্বাস করি, তবে তিনি মানুষ নাকি জ্বীন নাকি ফেরেশতা বা আরবের নাকি অনারবের এটা আমি জানি না। উক্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। কেননা সে কুরআনের ঘোষণাকে অস্বীকার করেছে।

– তাফসীরে রুহুল মা'আনী ৪র্থ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

উপরে বর্ণিত বক্তব্যগুলো হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ, তাফসীরে রূহল মা'আনীর লেখক শাইখ শিহাবুদ্দীন আলুসী আল-হানাফী (রহ.)-এর উক্তি। তাঁর বক্তব্যও প্রমাণ করে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

সত্য সন্ধানী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, উপরে বর্ণিত আলোচনায় ও কি প্রমাণ হয় না নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া মাটির তৈরী একজন মানুষ?

তারপরেও যারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মাটির তৈরী বলে স্বীকার করে না তাদের প্রতি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ থাকল, নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী এ মর্মে একটি কুরআনের আয়াত অথবা একটি সহীহ হাদীছ

পেশ করুন। কিয়ামত হয়ে যাবে তবুও পারবেন না (ইনশা-আল্লাহ)। এই বইটি লিখতে গিয়ে তামাম কোরআন খুঁজেছি এবং অসংখ্য হাদীসের মূল কিতাবসহ শতাধিক অন্যান্য কিতাবগুলোতেও তন্য তন্য করে খুঁজেছি। তবুও আপনাদের কোন সহীহ দলীল আমার হস্তগত হয় নি। তাই বলছি মুসলিম নামধারী হে নূরী ভাইয়েরা! এখনো রয়েছে সময় তাওবাহ করে আক্বীদাহ সংশোধন করুন। নচেৎ জাহান্নামের ভয় রয়েছে আপনাদের জন্য। নবী মুহাম্মদ ﷺ যে মানুষ, এ মর্মে তিনি নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, এভাবে-

মা আয়েশা সিদ্দীকা ﷺ নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে হাত তুলে দু'আ করতে দেখেন। তিনি দু'আয় বললেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষ। কোন মু'মিনকে গালি বা কষ্ট দিয়ে থাকলে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান কর না। – সহীহ আদাবুল মুফরাদ, হাঃ ৬১০, পৃষ্ঠা ২০৯, সিলসিলাহ সহীহা, হাঃ ৮২-৮৩, সনদ সহীহ।

তাহক্বীক্বঃ আল্লামা শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সত্য সন্ধানী প্রিয় পাঠক ভাই ও বোনেরা, উক্ত বর্ণিত সহীহ হাদীসটি হতেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর মানুষকে মহান আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾

অর্থাৎ যিনি (আল্লাহ) অতি সুন্দর করে তাঁর প্রত্যেটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। তারপর তাঁর বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগন্য পানির (বীর্যের) নির্যাস থেকে। – সূরা আস-সাজদাহ, ৩২ঃ ৭,৮।

উল্লিখিত আয়াত দু'টির প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। আমরা পূর্বে সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াত দ্বারা জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন মানুষ, আর উক্ত আয়াত দু'টির প্রথমটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের (আদমের) বংশধরদের বীর্যের মাধ্যমে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ যে মানুষ, মহান আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখ দিয়েই কুরআনুল কারীমে আবার ঘোষণা করিয়ে নেন, এভাবে

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾

অর্থাৎ {হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি} বলুন, পবিত্র আমার মহান প্রতিপালক। আমি তো একজন মানুষ। (পার্থক্য শুধু এই যে, আমাকে রিসালাত দান করা হয়েছে এজন্য।) এবং (আমি– একজন রসুল।

– সূরা বণী ইসরাঈল ১৭ঃ৯৩।

উক্ত আয়াত হতেও প্রমাণিত হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁকে রিসালাত দিয়ে রসুল ﷺ করা হয়েছে. এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। যেমন আমরা বিয়ে করি, তিনিও বিয়ে করেছেন। যেমন আমাদের ছেলে-মেয়ে আছে তাঁরও ছেলে-মেয়ে ছিল। আমরা যেমন খাই এবং পান করি, তিনিও খেয়েছেন এবং পান করেছেন। আমরা যেমন প্রস্রাব-পায়খানা করি, তিনিও তা করেছেন। আমরা যেমন ঘুমাই, তিনিও ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সকল বর্ণনা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যদি নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী হতেন অর্থাৎ ফেরেশতা হতেন (কেননা নূরের তৈরী হলেন ফিরিশ্তাগণ) তাহলে তিনি এ সবের কোনটিই করতেন না। কেননা ফিরিশ্তাগণ এসবের কোন একটিও করেন না।

বিশ্ববিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "আর-রাহিকুল মাখতুম" তাওহীদ পাবলিকেশন্স -এর প্রকাশিত ৪৬১ পৃষ্টায় শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.) উল্লেখ করেন নবী মুহাম্মদ ﷺ কুরাইশদের লক্ষ্য করে বলেন,

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء

الناس من آدم وآدم من تراب –
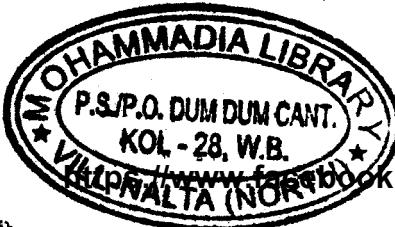
অর্থাৎ- হে কুরাইশগণ! মহান আল্লাহ তোমাদের হতে জাহেলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্বে পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। আর আদম ﷺ ছিলেন মাটির তৈরী।

– সহীহ আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৯৫৬, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, আর-রাহীকুল মাখতুম, তাওহীদ পাবঃ ৪৬১ পৃষ্ঠা। শব্দ আর-রাহীকুল মাখতুমের।

সুতরাং তাঁর সন্তান মুহাম্মদ ﷺও মাটির তৈরী। কেননা মাটি হতেই মাটি আসে, আর আগুন হতে আগুন আসে। মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন, জ্বীনেরা আগুনের তৈরী আর মানুষেরা মাটির তৈরী। এ মর্মে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইবলিশের কথাকে এভাবে তুলে ধরেন–

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

অর্থাৎ সে (ইবলিস) বলল, আমি তাঁর (আদমের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (কেননা) আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আগুন থেকে এবং তাঁকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। – সূরা সা'দ বা ছোয়াদ ৩৮ঃ৭৬।

ইবলিস স্বচক্ষে আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করার দৃশ্য দেখেছিল। এজন্যই সে গর্ব করে বলেছিল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে। ইবলিসের গর্ব করার কারণ হল, আগুনকে যতই নিচের দিকে চাপা দেয়া হয় কিন্তু আগুন উপরের দিকেই উঠতে থাকে। আর মাটিকে যতই উপরের দিকে তোলা হয় কিন্তু ছেড়ে দিলেই নিচে নেমে আসে। তাই ইবলিস যুক্তি উপস্থাপন করে বলল, মাটির তুলনায় আগুনের মর্যাদা বেশি। তাহলে কেন আমি আগুনের তৈরী হয়ে মাটির তৈরী আদমকে সেজদা করব? তার অহংকারের কারণে সে হয়ে গেল কাফের। আর আদম ﷺ হলেন প্রকৃত মু'মিন। ইবলিসের কথাকে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে তুলে ধরে ইবালিসের মুখ দিয়েই জানিয়ে ছিলেন, আদম ﷺ মাটির তৈরী।

সুতরাং তাঁর সুযোগ্য সন্তান মুহাম্মদ ﷺও মাটি দিয়েই তৈরী। এছাড়া বিকল্প কোন বস্তু দিয়ে নয়। এটাই সঠিক, মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এ আক্বীদাহ্র উপরই সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের ঈমান আনয়ন করা উচিৎ। মুহাম্মদ ﷺ সহ সমস্ত মানুষ আদম ও হাওআ ﷺ-এর সন্তান। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

অর্থাৎ হে মানুষ! আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ (আদম) ও একজন মহিলা (হাওআ) থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।

– সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ বললেন, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ অর্থাৎ আদম ﷺ এবং এক মহিলা অর্থাৎ হাওয়া ﷺ থেকে সৃষ্টি করেছি।

তাহলে এখন প্রশ্ন হল মুহাম্মদ ﷺ মানুষ কি না? আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহ্ফের ১১০ নাম্বার আয়াত হতে জানতে পারলাম মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর এ আয়াতে আল্লাহ বললেন, মানুষদেরকে তিনি তৈরী করেনে আদম এবং হাওয়া ﷺ-এর মাধ্যমে, এতেও বুঝা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম ও হাওয়ার সন্তান। যেহেতু আদমকে মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে সেহেতু তাঁর সন্তান মুহাম্মদ ﷺ-কেও মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সমস্ত মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) কে, যিনি তোমাদের তৈরী করেছেন, একজন পুরুষ (আদম) থেকে এবং তিনি আবার তৈরী করেছেন তাঁর থেকে তাঁর জোড়া (হাওয়াকে) আর (সারা পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন হতে অনেক পুরুষ এবং

নারী (মহিলা)। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে সাহায্য চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

– সূরা নিসা, ৪:১।

এ আয়াত হতেও প্রমাণ পাওয়া যায় মুহাম্মদ ﷺ আদম ও হাওয়ার সন্তান, ইতোপূর্বে আমরা সহীহ দলীল দ্বারা জেনেছি, আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি দিয়ে সুতরাং তাঁর সুযোগ্য সন্তান মুহাম্মদ ﷺও মাটির তৈরী। এ স্পষ্ট বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণ পাওয়ার পরেও যারা রসুল ﷺ-কে মাটির তৈরী স্বীকার করে না, তারা কেউ মুসলিম নয়। বরং মুসলিমের বিপরীত। কেননা মুহাম্মদ ﷺ-কে মাটির তৈরী অস্বীকার করা মানে, অসংখ্য কুরআনের আয়াতকে এবং সহীহ হাদীছকে **অস্বীকার করা। সুতরাং যে** ব্যক্তি একটি কুরআনের **আয়াতও অস্বীকার করে সে আর মুসলিম থাকে** না। **এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।**

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন এ পৃথিবীতে যত নবী রসুল عليهم السلام **প্রেরণ করেছিলেন**, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ হতে একজন নবী অথবা রসুল عليه السلام নির্বাচন করেছেন, যাতে ঐ নবী বা রসুল عليه السلام নিজ সম্প্রদায়কে আল্লাহর বাণী স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

আর তখনি কাফের সম্প্রদায় বলত, যদি মহান আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে নবী عليه السلام করে পাঠাতেন তবে আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে নবী عليه السلام করে পাঠাতেন। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ।

এ মর্মে আল্লাহ কোরআনে একটি ঘটনা এভাবে তুলে ধরেন,

﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾

অর্থাৎ তারা (কাফেরগণ) বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই নাযিল করেন নি, তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছে। – সূরা ইয়াসীন, ৩৬:১৫।

মক্কার কাফের মুশরিকগণও নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে এরকমই বলত। এমনকি তারা আরো একটু বাড়িয়ে বলত এভাবে–

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾

অর্থাৎ তারা (কাফের-মুশরিকরা) এ কথাও বলে যে, (মুহাম্মদ) কেমন রসুল, যে আহারও করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে? কেন তাঁর {মুহাম্মদ ﷺ-এর} সাথে কোন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করা হল না, যে তাঁর সাথে সতর্ককারীরূপে থাকত? – সূরা ফুরক্বান, ২৫:৭।

এ আয়াত হতেও জানা যায় যে, মক্কার কাফের-মুশরিকগণ মুহাম্মদ ﷺ-কে জানতে পারর, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন সাধারণ মানুষ। অথচ ভারত উপমহাদেশের নামধারী মুসলিম জানতে পারে না মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। এ সকল মানুষগুলোকে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন, তাদের ব্যাপারে এ দু'আ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। স্পষ্ট কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীছ থাকতে নামধারী মুসলিমগণ কি করে রসুল ﷺ-কে নূরের তৈরী বলে, আমার বুঝেই আসে না।

আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহ্‌ফের ১১০ নাম্বার আয়াত ও সূরা-হা-মীম সিজদার ৬ নাম্বার আয়াত এবং সূরা বাণী ইসরাঈলের ৯৩ নাম্বার আয়াত হতে স্পষ্ট জানতে পারলাম মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর মানুষকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলাঈন কি দিয়ে তৈরী করেছেন, এ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ মর্মে মহান আল্লাহ, আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾

অর্থাৎ আর আমি (আল্লাহ) মানুষকে তৈরী করেছি মাটি থেকে।

– সূরা মুমিনুন, ২৩: ১২।

এ আয়াতে কারিমা হতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾

অর্থাৎ স্মরণ করুন (সে সময়ের কথা যখন) আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, অবশ্যই আমি মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করব। – সূরা ছোয়াদ ৭১।

সত্যসন্ধানী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা অনুধাবন করুন! এ আয়াতে কারিমায়ও মহান আল্লাহ স্পষ্ট বললেন, অবশ্যই আমি মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করব। আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াত, সূরা হা-মীম সিজদার ৬ নাম্বার আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ বললেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর এ আয়াতে কারিমায় আল্লাহ বললেন, মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব।

অতএব প্রমাণিত হল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং এরই উপর আলিমগণের ঐক্যমত রয়েছে।

নবী **মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, এ মর্মে তিনি নিজেই ঘোষণা করেন এভাবে-**

حدثنا مسدد حدثنا أبوعوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم أنه سمع منها أنها رأت النبي ﷺ يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين أذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه-

অর্থাৎ- মুসাদ্দাদ .... ইকরামা হতে বর্ণিত, তিনি মা আ'য়েশা হতে বর্ণনা করেন, ইকরামা বলেন যে, তিনি আয়িশা رضي الله عنها নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে দেখেছেন, তিনি ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ দু'আ করে বলেছেন, "আমি একজন মানুষ, তুমি (হে আল্লাহ!) আমাকে শাস্তি দিওনা। মু'মিনদের কোন ব্যক্তি যাকে আমি কষ্ট দেই অথবা তাঁকে গালি দেই সে ব্যাপারেও আমাকে শাস্তি দিও না। – সহীহ আদাবুল মুফরাদ, হাঃ ৬১০, বুখারী, জুযউ রফউল ইয়াদাঈন, তাওহীদ পাবঃ ১৫২, সিলসিলায়ে সহীহাহ্ হাঃ ৮২,৮৩, সানাদ সহীহ।

তাহক্বীক্বঃ ইমাম বুখারীর শর্তে হাদীসটি সহীহ, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবাণীও বলেন হাদীসটি সহীহ এবং উক্ত হাদীসের সানাদকে নিয়ে আমি গবেষণা করেছি, এ হাদীসের সকল রাবাই (বর্ণনাকারী) বিশ্বস্ত।

উল্লিখিত সহীহ হাদীস হতেও প্রমাণিত হয় যে, **নবী মুহাম্মদ ﷺ** একজন মানুষ।

আর মানুষকে আল্লাহ মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন, যা ইতোপূর্বে আমরা অসংখ্য সহীহ দলীলের ভিত্তিতে অবগত হয়েছি।

অতএব সাব্যস্ত হল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾

অর্থাৎ {হে মুহাম্মদ ﷺ!} আমি (আল্লাহ আপনার পূর্বে কোন মানুষকে অমরত্ব দান করিনি। – সূরা আম্বিয়া ২১:৩৪।

এ আয়াত হতে তিনটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়

(১) প্রথমত: আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ অর্থাৎ আপনার পূর্বের কোন মানুষকে।

নবী মুহাম্মদ ﷺ ও একজন মানুষ এজন্যই আল্লাহ বললেন, আপনার পূর্বের মানুষ। রসুল ﷺ মানুষ বলেই আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে পূর্বের মানুষদের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব যেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ, সেহেতু মানুষকে আল্লাহ মাটি দিয়েই তৈরী করেছেন।

যা আমরা ইতোপূর্বের সহীহ দলীলের ভিত্তিতে অবগত হলাম।

(২) দ্বিতীয়ত :- আল্লাহ বললেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে অমরত্ব দান করিনি। এতে বুঝা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺও মরবেন। এ দিকেই মহান আল্লাহ ইংগিত করেছেন। তাছাড়া আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন নবী মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করবেন।

(৩) তৃতীয়ত আল্লাহ বলেন, أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ অর্থাৎ - সুতরাং {হে মুহাম্মদ ﷺ} আপনার যদি মৃত্যু হয়, তাহলে তারা কি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে?

আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করবেন। তাছাড়াও পরবর্তী আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি "কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রসুল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন" নামক বইটিতে। বিস্তারিত জানার জন্য উক্ত বইটি দেখুন।

মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এমর্মে আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

অর্থাৎ-আর তিনি (আল্লাহ)মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি (বীর্য) থেকে অত:পর তিনি তাকে করেছেন বংশ-সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং বিবাহ-সম্পর্ক বিশিষ্ট। আর আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। – সূরা ফুরকান, ২৫:৫৪।

উক্ত আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পানি (বীর্য) দিয়ে তৈরী করেছেন। **অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ফলে যে বীর্য বের হয় ঐ বীর্যের মাধ্যমে মানুষ মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয়।** ইতোপূর্বেও আমরা জেনেছি, **নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পিতা-মাতা রয়েছে।** রসূল ﷺ ও তাঁর পিতা-মাতার **ঔরসগত সন্তান। অর্থাৎ** নবী মুহাম্মদ ﷺ ও বীর্যের মাধ্যমে মাটির তৈরী।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾

অর্থাৎ আমি কি তোমাদের অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

– সূরা মুরসালাত, ৭৭:২০।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন বীর্যের মাধ্যমে। যাতে রক্ত সম্পর্ক মজবুত থাকে এবং পরস্পর পরিচিত লাভ করতে পারে। – সূরা নিসা, ৪:১, সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩।

তাছাড়া মানুষকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সর্বপ্রথম মাটি হতেই সৃষ্টি করেছেন, তারপর বীর্য হতে অতপর মাংসপিণ্ড দিয়ে সম্পূর্ণ আকৃতিতে মানুষ করলেন মাতৃগর্ভে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾

অর্থাৎ- হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে থাক, তবে ভেবে দেখ, আমি তো তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর এমন কিছু থেকে যা লেগে থাকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে, যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে আমরা বিধান প্রকাশ করার জন্য। – সূরা হাজ্জ, ২২:৫।

এ আয়াতের ও মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। অতঃপর বীর্যের মাধ্যমে, তারপর মাংস পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। আমাদেরকে অবশ্যই উল্লিখিত সহীহ দলীলগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে। নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। এ মর্মে কতিপয় ফেরেশতাগণ স্বীকৃতি দেন এভাবে,

عن جابر بن عبد الله ﷺ يقول جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فليها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد ﷺ فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس –

অর্থাৎ জাবির ইব্নু আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদল ফেরেশতা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি ﷺ তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। (এমন সময়) একজন ফেরেশতা বললেন, তিনি {নবী মুহাম্মদ ﷺ} ঘুমিয়ে আছেন। অন্য একজন বললেন, {মুহাম্মদ ﷺ-এর} চক্ষু ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু অন্তর জেগে আছে। তখন তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, তোমাদের এ সাথীর {নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর} একটি উদাহরণ আন। সুতরাং তাঁর ﷺ উদাহরণ তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ (আবার) বলল, তিনি ﷺ তো ঘুমন্ত, আর কেউ বলল,

চক্ষু ঘুমন্ত তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তাঁরা বলল, তাঁর (ﷺ-এর) উদাহরণ হল সেই লোকের মত, যে একটি বাড়ী তৈরী করল। তারপর সেখানে খানার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল, তাঁর ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহ্বানকারীর ডাকে নাড়া দিল না, তারা ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তাঁরা (ফেরেশতারা) বললেন, উদাহরণটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি ﷺ বুঝতে পারেন। তখন কেউ (আবার) বলল, তিনি ﷺ তো ঘুমন্ত, আর **কেউ বলল, চক্ষু ঘুমন্ত, তবে অন্তর** জাগ্রত। তখন তাঁরা (বাকী **ফেরেশতারা) বললেন, ঘরটি হল জান্নাত, আহ্বানকারী** হলেন নবী **মুহাম্মদ ﷺ। যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর আনুগত্য করল,** তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর **অবাধ্যতা করল,** তারা আসলে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মদ ﷺ **হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের** মাপকাঠি। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৭২৮১, আধুনিক প্রকাশনী, হাঃ নং ৬৭৭২, ই.ফা.বা. হাঃ ৬৭৮৪, মাদরাসা আলিম বর্ষ, মিশকাত, হাঃ ১৩৬, **তাহক্বীক আলবানী** মিশকাত হাঃ ১৪৪।

উল্লেখিত হাদীসে ফেরেশতাগণ বললেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি। নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ বলেই তো তিনি মানুষের মাঝে পার্থ্যক্যকারী হলেন। সুতরাং এতেও প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর আমরা ইতোপূর্বে সহীহ দলীল দ্বারা জানতে পারলাম যে, মানুষ মাটির তৈরী।

অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। মহান আল্লাহ তা'আলা জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, আগুন দিয়ে। আর মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) বললেন, (হে ইবলিশ) কিসে তোমাকে (আদমকে) সিজদা করা থেকে বিরত রাখল, যখন আমি তোমাকে আদেশ

দিলাম? সে (ইবলিশ) বলল, আমি (ইবলিশ) তাঁর (আদমের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (কেননা) আপনি আমাকে তৈরী করেছেন আগুন থেকে এবং তাঁকে (আদমকে) তৈরী করেছেন মাটি থেকে (কাজেই আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ)। –সূরা আরাফ ১২।

মানুষকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন মাটি দিয়ে তৈরী করে বীর্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে মাহন আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا﴾

তিনিই সেই মহান সত্তা (আল্লাহ) যিনি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে পরে বীর্য থেকে, অত:পর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। অতঃপর তোমরা যেন স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, তারপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও। – সূরা আল-মুমিন ৪০: ৬৭।

উক্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহরব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টির একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দিলেন। সুতরাং এখন কি প্রশ্ন জাগেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এরও ঐ সকল ধারাবাহীক জীবন কাল হয়েছিল কিনা? যদি হয়ে থাকে তবে তো তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ। অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ এবং তিনি মাটির তৈরী। তবে পার্থক্যে শুধু এই যে, তাঁর কাছে অহীহ এসেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে অহীহ আসে না। এ পার্থক্য ছাড়া তাঁর এবং আমাদের মাঝে অন্য কোন পার্থক্য নেই। – সূরা কাহফ ১১০, হা-মীম সিজদাহ ৬।

নবী মুহাম্মদ ﷺ যে, আমাদের মতই একজন মানুষ, এমর্মে তিনি নিজেই বলেন-

عن رافع بن خديج ﷺ قال قدم نبي الله ﷺ المدينة وهم يأبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيئ من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيئ من رأي فإنما أنا بشر –

অর্থাৎ- রাফি ইবনু খাদীজ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবীমুহাম্মদ ﷺ যে, সময় মাদীনায় (হিজরত করে) আসলেন, তখন মাদীনার লোকেরা খেজুর গাছ "তাবীর" করতেন। নবী ﷺ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করছ কেন? মাদীনাবাসী উত্তর দিল, আমরা সব-সময় এমনি করে আসছি। নবী ﷺ বললেন, মনে হয় তোমরা এমন না করলেই ভাল হত তাই মাদীনাবাসীরা (এ বছর) এ কাজ করা ছেড়ে দিল। কিন্তু ফসল (এ বছর) কম হল। রাবীহ (বর্ণনাকারী) বলেন, এ কথা নবী ﷺ-এর কানে গেলে তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। তাই আমি যখন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন (ইসলাম) সম্পর্কে কিছু বলব, তোমরা আমার কথা অবশ্যই মেনে চলবে। আর আমি যখন তোমাদেরকে দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলব, তখন মনে করবে, আমি একজন মানুষ (অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যাপারে আমরা ভুলও হতে পারে, আবার সঠিকও হতে পারে। – সহীহ মুসলিম, হাঃ ২৩৬২, মাদ্‌রাসা পাঠ্য মিশকাত আলিম ১ম বর্ষ, হাঃ ১৩৯, তাহ্কীক্ব মিশকাত, আলবানী ১ম খণ্ড, হাদীছ ১৪৭, পৃষ্ঠা ৮৩।

কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমার ভুল হবে না। কেননা ইসলাম সম্পর্কে যা আমার জনা থাকে না, আল্লাহ আমাকে তা বলে দেন।)

–সূরা আন-নাজম ৩-৪, সূরা আল-হাক্কাহ ৪৪-৪৬, সূরা হাশর ৭।

সত্য-সন্ধানী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, যে, রসুল ﷺ নিজেই স্বীকার করলেন তিনি একজন মানুষ। আর বিদ'আত প্রন্থী নূরী ভাইয়েরা বলে রসুল ﷺ আমাদের মত মানুষ নয়। অথচ- সূরা কাহাফের ১১০ নং এবং হা-মীম সেজদার ৬ নাম্বার আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। অত্র হাদীসে ও একই কথা এসেছে।

যেহেতু প্রমাণিত হল নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, ইতোপূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। সেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

এমর্মে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন,

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾

অর্থাৎ অতএব, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা সৃষ্টিতে অধিকতর মজবুত, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি তা মজবুত? আমি তো তাদেরকে (মানুষদেরকে) সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।

– সূরা আস-সাফফাত ১১।

অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমানিত হল মানুষ মাটির তৈরী। ইতোপূর্বে কাহাফের ১১০নং এবং হা-মীম সেজদার ৬ নং ও বাণী ইসরাইলের ৯৩ নাম্বার আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছিল নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। সুতরাং এ আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ মাটির তৈরী। অতএব প্রমাণিত হল নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এটাই শাইখ বিন বা'য, সালিহ আল-উসাইমীন, মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনূসহ বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দীসগণের অভিমত। – ফাতওয়া শাইখ ইবনু বায, ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম- সালিহ আল-উছাইমীন, তাওহীদ পাবঃ ফাতওয়া নম্বর ৪৭, পৃষ্ঠা নং ১৪৪, আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু তাওহীদ পাবঃ ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠা।

নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর মানুষকে আল্লাহ মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) মানুষকে তৈরী করেছেন, পোড়া মাটির পাত্রের মত ঠনঠনে মাটি হতে। –সূরা-আর রহমান ১৪।

সত্য-সন্ধানী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এ আয়াতে কারিমা হতেও প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহরব্বুর আলামিন তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে মাটি হতে তৈরী করেছেন। এতো স্পষ্ট দলীলগুলো উপস্থাপন করার পরেও কি বিদ'আত প্রন্থী নূরী ভাইয়েরা, সত্যকে গ্রহণ করবে না? নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে আল্লাহরব্বুল আলামিন মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

অর্থাৎ- আমি (আল্লাহ) তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশস্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। –সূরা-আল হিজর-২৬।

উল্লিখিত আয়াতগুলো হতেও প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। যেহেতু মুহাম্মদ ﷺ মানুষ, সেহেতু তাঁকেও আল্লাহ মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সমস্ত মানুষ আদম ﷺ-এর **সন্তান। আর** আদম عليه السلام-কে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এ **মর্মে মহান রসুল ﷺ নিজেই বলেন,**

كلهم بنوا آدم وآدم من تراب –

অর্থাৎ- তোমরা সকলের আদম عليه السلام-এর **সন্তান। আর আদম** عليه السلام-কে মাটি হতে তৈরি করা হয়েছে। – বাযযার সহীহ সানাদ। সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ নং ৩৯৫৫, আল্লামা আলবানী বলেন, তিরমিযীর সনদ হাসান সহীহ।

তাহক্বীক্ব ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান একথাই উক্ত হাদীসটিতে ইংগিত করে।

সুতরাং যেহেতু আদম عليه السلام **মাটির তৈরি সেহেতু তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরি।**

নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে মহান আল্লাহমাটি দিয়ে তৈরি করেছেন, অতঃপর বীর্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের (মানুষদের) তৈরি করেছেন মাটি হতে, তারপর বীর্য হতে। – সূরা গাফির ৬৭।

উক্ত আয়াতে কারিমা হতেও প্রমাণিত হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ এবং তিনি আদম عليه السلام-এর সন্তান, আর আদম عليه السلام-কে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

এ মর্মে প্রিয় রসুল ﷺ নিজেই বলেন,

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم –

অর্থাৎ আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূর (আলো) দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, জ্বিনদেরকে ঘন কালো আগুনের লেলিহান শিখা হতে তৈরি করা হয়। আর আদম عليه السلام-কে তৈরি করা হয়েছে, সেই বস্তু থেকে যার দ্বারা তোমাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। **অর্থাৎ পবিত্র কোরআনুল কারীমের যে সকল আয়াতে মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করার আলোচনা বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ সে দিকিই ইংঙ্গিত করেছেন।** – সহীহ মুসলিম, হাঃ ৫৩১৪, মুসনাদে আহমাদ হাঃ ২৪০৩৮, সিলসিলাহ সহীহা হাঃ ৪৫৮, ১ম খণ্ড ৮২০ পৃষ্ঠা।

এ হাদীসটি হতে জানা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি নয়। বরং ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি।

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষ আদম عليه السلام-এর সন্তান।

এ হাদীসটি শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবাণী তাঁর সিলসিলা সহীহার" ১ম খন্ডের ৮২০ পৃষ্ঠায় ৪৫৮ নাম্বার হাদীসে উল্লেখ করে বলেছেন, এ সহীহ হাদীসের মধ্যে মানুষের মুখে মুখে যে সব বানোয়াট (জাল) হাদীস প্রসিদ্ধ ও পরিচিতি লাভ করেছে, সে সব হাদীস বাতিল হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر –

অর্থ- হে জাবের! আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তোমার নবী ﷺ-এর নূরকে তৈরি করেছেন।

তাহক্বীক্ব ঃ শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবাণী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি একেবারের বাজে মওযু বা জাল (মিথ্যা-বানোয়াট)। কোন কোন মুহাদ্দীস বলেন বরং এটি হাদীসই না। আলবাণী আরো বলেন, ঠিকই এটি মানুষের মুখে মুখে এমনিতেই চলে আসছে। তাছাড়া এটি সহীহ হাদীসের বিপরীত ও বটে যে হাদীসে বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদীসটি এই –

عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح ﷺ فقلت له يا أبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت ﷺ فقال حدثني أبي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد

অর্থাৎ, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু সুলাইম (রহঃ) বলেন, আত্বা ইবনু আবী রাবাহ্ ﷺ-এর সাথে আমি মক্কায় পৌঁছে দেখা করলাম। তাঁকে আমি বললাম, হে আবু মুহাম্মদ! এখানে আমাদের কিছু লোক তাক্বদীর স্বীকার করে না। 'আত্বা ﷺ-এর সাথে দেখা করলে তিনি বলেন, আমার বাবা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'আলা "কলম" সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। তখন কলম লিখতে শুরু করে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লিপিবদ্ধ করেন। – সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩১৯, তিরমিযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ নং ২১৫৫, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৭০০, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২২১৯৭, সিলসিলাহ সহীহাহ হাঃ নং ১৩৩, তাখরীজুত ত্বহাবিয়াহ হাঃ নং ২৩২, আয্ যিলাল হাঃ ১০২, ১০৫, মিশকাত হাঃ নং ৮৭।

তাহক্বীক ঃ ইমাম তিরমিযী এবং নাসিরুদ্দীন আলবাণী (রহ.) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

উক্ত হাদীসের সংশ্লিষ্টে একটি ঘটনা রয়েছে। বিস্তারিত জানতে সহীহ আত-তিরমিযীর ৪র্থ খন্ডের ২১৫৫ নাম্বার হাদীসটি দেখুন।

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবাণী (রহ.) আরো বলেন, (নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি নয়। বরং মাটির তৈরি।) কারণ, সহীহ হাদীস প্রমাণ করছে যে, শুধুমাত্র ফেরেশতাদেরকেই নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আদম ﷺ ও তাঁর সন্তানদের নেতা বা সর্দার হবেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾

অর্থাৎ সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতার নাম ধরে ডাকব। –সূরা বণী ইসরাঈল ৭১।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরবীদ হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহ.) তাঁর "তাফসীর ইবনু কাসীরে" বলেন, মুসলিমদের শুনে খুশি হওয়া উচিৎ কেননা তাঁদের নেতা বা সর্দার স্বয়ং নবী মুহাম্মদ ﷺ হবেন। – তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৩তম খণ্ড, ৩৯৩-৩৯৫পৃষ্ঠা।

এ মর্মে নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই বলেন,

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع –

অর্থাৎ- আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি হব আদম সন্তানদের নেতারা সর্দার। আর আমিই প্রথম শাফাআতকারী হব এবং আমার শাফাআতই সর্বপ্রথম গৃহত হবে। – সহীহ মুসলিম, হাঃ নং ৪২২৩, মুসনাদে আহমাদ হাঃ ১০৫৪৯।

সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ আদম সন্তান বলেইতো তিনি তাদের নেতা বা সর্দার হবেন। এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট মানব জাতি ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। আর তাদের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন সর্বোত্তম। –, শারহুন নব্বীসহ, সহীহ মুসলিমের গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দেখুন এবং সিলসিলাহ সহীহাহ ১ম খণ্ড হাঃ ৪৫৮, পৃষ্ঠা ৮২০।

অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মানব সন্তানের গন্ডি হতে বের হবার কোনই প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারিমে একাধিক আয়াতে কারিমায় বলেছেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ এবং তিনি আদম عليه السلام-এর সন্তান। আর আদম عليه السلام মাটির তৈরি। যেহেতু আদম عليه السلام মাটির তৈরি সেহেতু তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটি তৈরি।

বিদ'আত গ্রন্থী নূরী ভাইয়েরা কোরআনুল কারীমের আরো একটি আয়াত দ্বারা ও হয়তোবা দলীল তিতে চাইবে যে, নবী ﷺ নূরের তৈরি, আসলে আয়াতে নূর দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি নিচে দেওয়া হল – মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহর নূরকে (ইসলামকে) নিজেদের মুখের **ফুৎকারেই নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর** নূরকে (ইসলামকে) পরিপূর্ণরূপে **বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।** – সূরা আস-সফ ৮।

সত্য সন্ধানী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা উক্ত আয়াতেও আল্লাহ **তাআলা নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি এক কথা বললেন না,** বরং নূর দ্বারা আল্লাহইসলামকে বুঝিয়েছেন, এ আয়াতে পূর্বের আয়াত এবং এ আয়াতের পরবর্তী আয়াত দেখলে বুঝতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার্থে পরবর্তী আয়াতটিও তুলে ধরা হল –

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ তাআলাই) তাঁর রসুল ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন, হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যাতে তিনি সকল ধর্মের উপর ইসলামকে প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। – সূরা আস-সফ ৯।

উল্লেখিত আয়াত প্রমাণ করে মহান আল্লাহ নূর (আলো) দ্বারা ইসলাম ধর্মকে বুঝিয়েছেন।

আমাদের সমাজের বিদআতপন্থী নূরী ভাইয়েরা আয়াতে কারিমায় বর্ণিত "বাশার" শব্দের অর্থ করে চামড়া, অথচ তার প্রকৃত অর্থ হল মানুষ। যখন এ সূরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াতটি তাদের সামনে পেশ করা হল তখন অনেকেই বলে যে, "বাশার" মানে যে শুধু মানুষ তা কে বলল? "বাশার" মানে তো চামড়াও হয় এবং উক্ত আয়াতে চামড়াকেই বুঝানো হয়েছে। সে কারণে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীরের উপরাংশ চামড়া দিয়ে আবৃত ছিল আর ভিতরটা ছিল নূরের।

এখন আমরা "বাশার" শব্দের প্রকৃত অর্থ খোঁজ খবর আরবি অভিধান গ্রন্থ হতে, প্রখ্যাত আভিধানিক ফিরূযাবাদী (রহ.) "আল কামুস আল মুহীত "গ্রন্থে বলেন, البشر আল বাশার" শব্দের অর্থ হল ঃ ইনসান বা মানুষ, পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন-দ্বিবচন এবং বহুবচন, সব ক্ষেত্রে একইভাবে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় দ্বিবচন ও বহুবচন লক্ষ করা যায়। বহুবচনে বলা হয় أبشر "আবশার এবং বাশার শব্দটি চামড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে তিনি চামড়ার অর্থবোধক শব্দ আলাদা করে বন্ধনীর মধ্যে بشرة বাশারাহ বা البشرة আলবাশারাহ লিখেছেন। – আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান আল-ক্বামুসুল ওয়াজীয, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৬০, আল-ক্বামুসুল মুহীত ৪৪৭ পৃষ্ঠা, আল-মুজামুল ওয়াসীত ১ম খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা।

মোট কথা, যে কোন আরবী অভিধান খুললেই "বাশার" শব্দের অর্থ "ইনসান" বা "মানুষ" শব্দ রূপে পাওয়া যায়। আর উপ অর্থ চামড়া লক্ষ করা যায়। এখন প্রশ্ন হল– আসল অর্থ গ্রণ করব না উপঅর্থ গ্রহণ করব?

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল- উসাইমীন (রহ.) কে প্রশ্ন করা হলঃ

নবী ﷺ কি নূরের তৈরি?

যে, ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবী ﷺ মানুষ নন, বরং তিনি আল্লাহর নূর। অতঃপর সে নবী ﷺ–এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, তিনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, তার হুকম কি? এ ধরনের লোকের পিছনে সলাত (নামাজ) আদায় করা জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ যে, ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, নবী ﷺ আল্লাহর নূর বা আল্লাহর যাতী নূর মানুষ নন, তিনি গায়েবের খবর জানেন, সে আল্লাহ এবং রসূলের ﷺ সাথে কুফরী করল। সে আল্লাহও তাঁর রসুলের ﷺ দুশমন, বন্ধ নয়। কেননা তার কথা আল্লাহও রসুল ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহএবং তাঁর রসুল ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে কাফের।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। –সূরা কাহাফ-১১০।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

অর্থাৎ, আসমান যমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। –সূরা নমল-৬৫।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি গায়েবের খবরও জানি না। আমি এমন ও বলি না যে, **আমি ফেরেশতা,** আমি তো শুধু ঐ অহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। –সূরা আন 'আম ৫০।

মহান আল্লাহ আরো বলেন –

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যঅণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদদাতা।

– সূরা আরাফ ১৮৮।

নবী ﷺ বলেন,

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني –

অর্থাৎ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্বরণ করিয়ে দিও। –সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুস সলাহ।

যে ব্যক্তি রসুল ﷺ–এর কাছে সাহায্যে প্রার্থনা করল এই বিশ্বাসে যে, নবী ﷺ ভাল মন্দের মালিক, সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থাৎ তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্ত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে অপমানিত অবস্থায়। –সূরা গাফির-৬০।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাবনা। – সূরা জ্বিন ২১-২২।

নবী ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে বলেছেন,

لا أغني عنكم من الله شيئا –

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না। – সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ কিতাবুল ওসায়া।

নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কন্যা ফাতেমা এবং ফুফু সাফিয়া ﷺ কেও একই কথা বলেছেন।

অতএব যে ব্যক্তি তাঁকে অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরি বলে বিশ্বাস করে, ঐ ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা এবং তার পিছনে সলাত (নামাজ) আদায় করা বৈধ নয়। – ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উছাইমীন (রহ.), তাওহীদ পাব: প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ১৪৫, ১৪৬।

অতএব উপরিউক্তি ফাতওয়া হতে স্পষ্ট হয়ে গেল শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ.) এরও আক্বীদ্বাহ নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি নয়, বরং মাটির তৈরি। আর এটাই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং এটাই হক্ব। সুতরাং বলা যায় যে, নবীমুহাম্মদ ﷺ হলেন, সকল আদম সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান। যেহেতু তাঁর আদি পিতা আদম ﷵ মাটির তৈরি, সেহেতু তিনি ও মাটির তৈরি।

আর যারা বলে থাকেন, রসুল ﷺ মাটির তৈরি নয় বরং নূরের তৈরি এক্ষেত্রে আমি বলব, আপনারা তাওবাই ইসতেগফার করে আবার খাটি ঈমান এনে উল্লিখিত কোরআনের আয়াত এবং সহীহ্ হাদীসগুলোর প্রতি ঈমান রাখুন। নচেৎ আপনাদের থাকার স্থান হবে ঐ --- স্থানটির নাম উল্লেখ করলাম না, ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলাম।

মহান আল্লাহরব্বুল 'আলামিন, নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। মহান আল্লাহ ভাষায়

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

অর্থাৎ যিনি তোমাকে তৈরী করেছেন, অতঃপর তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সুঠাম করেছেন, তারপর তোমাকে সুষম করেছেন।

– সূরা ইনফিত্বর ৭,৮।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

অর্থাৎ আমি (আল্লাহ) তো মানুষকে, তৈরি করেছি অতিশয় সুন্দর গঠনে। – সূরা ত্বীন ৪।

উল্লেখিত আয়াতগুলো হতে বুঝা যায়, আল্লাহ মানুষকে উত্তমরূপে সুন্দর গঠনে তৈরি করেছেন। অতএব মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, নবী মুহাম্মদ ﷺ কে সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর গঠনে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থাৎ তোমাদের জন্য রয়েছে রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাঝে উত্তম আদর্শ।
– সূরা আহযাব, ২১।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ এবং আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।
– সূরা আল-ক্বলাম, ৪।

উপরোক্ত আয়াত দু'টির প্রতি গবেষণা করলে বুঝা যায় রসূলুল্লাহ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। কেননা উক্ত আয়াতগুলোর প্রথমটিতে বলা হয়েছে আদর্শের কথা, দ্বিতীয়টির মধ্যে বলা হয়েছে চরিত্রের কথা। অথচ যারা নূরের তৈরি অর্থাৎ ফেরেশতাদের নারীর প্রতি কোন কামনা বাসনা নেই। ফেরেশতাগণ বিয়ে শাদী করেন না। তাঁদের বিয়ে শাদীর প্রয়োজন হয় না। তাই তাঁরা বিয়ে শাদী করেন না। **কিন্তু নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর** চরিত্র রয়েছে যা সর্বোত্তম চরিত্র। **তাছাড়াও তিনি বিয়ে শাদী করেছেন। তাঁর নিজ বাচনিক একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ**

عن أنس رضى الله عنه قال جاء ثلثة رهط إلى أزواج النبي ﷺ يسئلون عن عبادة النبي ﷺ فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي ﷺ إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني –

অর্থাৎ- আনাস রাঃ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তিন (৩) ব্যক্তি নবী ﷺ এর স্ত্রীদের নিকট তাঁর ইবাদাতের অবস্থা জানার জন্য এলেন। নবী ﷺ-এর ইবাদাতের খবর শুনে তাঁরা যেন নিজেদের ইবাদাতকে কম মনে করলেন। তাঁরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করলেন, নবী ﷺ-এর তুলনায় আমরা কী? আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের-পরের (গোটা জীবনের)

সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। (অত:পর) তাঁদের একজন বললেন, (এখন থেকে আমি সারা রাত সলাত (নামাজ) আদায় করব। দ্বিতীয় জন বললেন, (এখন থেকে) আমি দিনে সিয়াম (রোযা) পালন করব, আর কখনো তা ত্যাগ করব না। তৃতীয় জন বললেন, আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করব না। তাঁদের এই পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার সময় নবী ﷺ এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কী এ ধরনের কথা-বার্তা বলে ছিলে? খবরদার! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। তোমাদের চেয়ে বেশি তাক্বওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এর পরও আমি কোন দিন সিয়াম পালন করি আবার কোন দিন সিয়াম (রোযা) পালন করা ছেড়ে দেই। রাতে সলাত (নামাজ) আদায় করি আবার ঘুমিয়েও যাই। নারীদেরকে বিয়েও করি। এটাই আমার পথ। তাই যে ব্যক্তি আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে, সে আমার (উম্মতের মধ্যে) গন্য হবে না। – সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫০৬৩, আধুনিক প্রকাশনী হাঃ ৪৬৯০, ই.ফা.বা. ৪৬৯৩, সহীহ্ মুসলিম, হাঃ ১৪০১, মুসনাদে আহমাদ হাঃ ১৩৫৩৪, তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ১৪৫, মিশকাত হাঃ ১৩৭, নাসাঈ হাঃ নং ৩২১৭।

উল্লেখিত হাদীস হতেও বুঝা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। কেননা নূরের তৈরী হলেন, ফেরেশতাগন। কিন্তু তাঁরা বিয়ে-শাদী করেন না। পক্ষান্তরে নবী মুহাম্মদ ﷺ বিয়ে-শাদী করেছেন। এক দুইজন নয়, বরং তিনি বিয়ে করেছেন এগার (১১) জন, কোন কোন বর্ণনামতে তের (১৩) জন। – আর-রাহীক্বুর মাখতুম শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, তাওহীদ পাবঃ পৃষ্ঠা নং ৫৩২।

নবী মুহাম্মদ ﷺ যে, ফেরেশ্‌তা নন, তিনি নিজেই বলেন, মহান আল্লাহর ভাষায় :-

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

অর্থাৎ- {হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি} বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি গায়েবের খবরও জানি না। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশ্‌তা। আমি তো শুধু ঐ অহীহর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। – সূরা আন-আম, ৫০।

উক্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে উল্লেখিত কথাগুলো বলার জন্য বললেন, এ আয়াত থেকে প্রামণিত হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী নয়। অর্থাৎ- আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি নূরের তৈরী হলেন ফিরিশ্‌গণ। আর এ আয়াতে বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ ফেরেশত নয়। অর্থাৎ তিনি অহী বাহক। সাধারণত অহীহ যারা দুনিয়ায় প্রচার করেন, তাঁরা হলেন, নবী এবং রসুলগণ। আর এ সকল নাবী-রসুলগণকে নির্বাচন করা হয়, মানুষের মধ্য হতে কোন ব্যাক্তিকে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতেও প্রমাণিত হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ- একজন মানুষ এবং তিনি মাটির তৈরী। শাইখ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনূ (রহ.)-কে প্রশ্ন করা হল :-

আমরা কি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করব?

উত্তর : আমরা রসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিশ্চয়ই প্রশংসা করব। তবে তাতে আমরা বাড়াবাড়ি করব না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

হে নবী বলুন, আমি তোমাদের মতই মানুষ আমার নিকট অহীহ প্রেরণ করা হয়। নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ এক ও অদ্বিতীয়।

–সূরা কাহাফ ১১০।

রসুল ﷺ বলেন, আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না, যেমনভাবে নাসারাগণ (খৃষ্ঠানেরা) ঈসা ইবনু মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো (আল্লাহ্‌র একজন) বান্দা মাত্র। সুতরাং তাই বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল। – বুখারী।

রসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসার ব্যাপারে যা কুরআন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাকে তা অবশ্যই করতে হবে। কারণ তা (কুরআন ও সহীহ হাদীসে যে প্রশংসা করা হয়েছে) তাঁর হক। – ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান,মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু, তাওহীদ পাব: ১৬০ পৃষ্ঠা।

তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হয় প্রথম সৃষ্টি কী কী?

উত্তর : মানুষের মধ্যে আদম ﷺ আর অন্যদের মধ্যে আরশ, তারপর কলম।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾

অর্থাৎ- স্বরণ করুন যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, অবশ্যই আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। -ছোয়াদ-৭১।

রসুল ﷺ বলেন,

كلهم من آدم وآدم من تراب

অর্থাৎ- তোমরা সকলে আদম ﷺ-এর সন্তান। আর আদম ﷺ-কে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। - বাযযার, সহীহ সানাদে।

রসুল ﷺ আরো বলেন,

إن أول ما خلق الله القلم

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। -আবূ দাউদ, সহীহ আত তিরমিযী হা:৩৩১৯।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে,

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر

অর্থাৎ- হে জাবের! আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তোমার নবী ﷺ-এর নূর সৃষ্টি করেছেন। (তা মউযু বা জাল (মিথ্যা-বানোয়টি) হাদীস, এর কোন সনদ নেই, আলবানী বলেন এটি কোন হাদীসই না। কেবল মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। - ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু, তাওহীদ পাবঃ প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৩ইং পৃষ্ঠা নং ১৬০।

সুতরাং এ জলি বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবেনা।

তাঁকে আবার আরো একটি প্রশ্ন করা হলঃ আল্লাহ তা'আলা কি মুহাম্মদ ﷺ-কে নূর নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে বীর্যের (মাধ্যমে মাটি) হতে সৃষ্টি করেছেন।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾

অর্থাৎ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে (মানুষকে) তৈরী করেছেন মাটি হতে, অত:পর বীর্য হতে। –সূরা গাফির ৬৭।

রসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি পিতা-মাতার মাধ্যমে পয়দা হয়েছেন। (অন্যান্য মানুষরা যেমনি ভূমিষ্ট হয়, তিনিও তেমনি ভূমিষ্ট হয়েছেন। তাঁকে অন্যান্য মানুষের মত রোগ, ক্ষুধা, পিপাসা এবং কষ্ট পাকড়া ও করত। উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং এই জাতীয় অন্যান্য সাধারণ অবস্থা, যা অন্য মানুষদের ব্যাপারে ঘটে থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের হুকুম করেছেন তাঁর {নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর } ইক্তিদা যা অনুসরন করতে। এ মর্মে আল্লাহবলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ। – সূরা-আহযাব ২১। – ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু, তাওহীদ পাবঃ প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৩ ইং পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১।

অতএব উপরোক্ত ফাতওয়া তিনটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ এবং তিনি মাটি তৈরী। আর মুহাম্মদ ﷺ যে, আদম عليه السلام-এর সন্তান। নবী মুহাম্মদ ﷺ যে, আদম عليه السلام-এর সন্তান এই সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে সহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছি।

যা মে'রাজের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। মে'রাজের রজনীতে জিবরাইল عليه السلام বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! ইনি আপনার আদি পিতা আদম عليه السلام, তাঁকে সালাম করুন। নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-কে সালাম করলেন, এতে আদম عليه السلام সালামের জবাব দিলেন, এবং বললেন, উত্তম সন্তান ও উত্তম নাবীর আগমন শুভ হোক। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড, হাঃ নং ৩৮৮৭।

উল্লিখিত সহীহ বুখারীর হাদীস হতেও আমরা জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ-সহ সকল মানুষ আদম عليه السلام-এর সন্তান এবং সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের পিঠ হতে বের করে আনেন। – সূরা আ'রাফ ১৭২।

যেমন, আদম ﷺ থেকে তার সন্তান, তারপর তার থেকে তার পরবর্তী সন্তান অত:পর তার সন্তান এভাবে আসতে আসতে জাতির পিতা ইবরাহীম ﷺ অত:পর তাঁর সন্তান ইসমাইল ﷺ এ ভাবে আবার আসতে আসতে আব্দুল মুত্তালিব, তারপর তার সন্তান আবদুল্লাহ তারপর তার সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ। আবার এ ভাবে উপরের দিকে আসলে নবী মুহাম্মদ ﷺ থেকে আদম ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। আর আদম ﷺ মাটির তৈরী। উপরের আলোচনার সমর্থনে মহান আল্লাহবলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

অর্থাৎ- {হে মুহাম্মদ ﷺ} স্মরণ করুন বখন আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে আপনার প্রতিপালক তাদের বংশধরদেরকে বের করে আনলেন এবং তাদের থেকে স্বাকারোক্তী নিলেন তাদেরই সম্বন্ধে এবং বললেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"? "তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী রইলাম।" (তা এজন্য যে,) তোমরা যেন কিয়ামত দিবসে বলতে না পার যে আমরা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না।

– সূরা আ'রাফ ১০২।

উপরে বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীছটি হতে জানতে পারলাম, নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম ﷺ-এর সন্তান, আর অত্র বর্ণিত আয়াতটি হতে জানতে পারলাম, আদম ﷺ থেকে পর্যায়ক্রমে কাঁর সন্তানদের পিঠ হতে তাদের বংশধরগণকে বের করে আনা হয়েছে।

সুতরাং উপরে আলোচিত, সহীহ আত-তিরমিযী বর্ণিত-৩৯৫৫ ও ৩৯৫৬ নাম্বার হাদীছ হতে জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। আর আদম ﷺ-কে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া ইতোপর্বের আলোচিত সুরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াত ও সুরা ফুসসিলাতের ৬ নাম্বার আয়াত হতে জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ।

অতএব প্রমাণিত হল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এটাই সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা

পবিত্র কোরআনুল কারীম এবং সহীহ হাদীস হতে জানতে পারি যে, জীবের মধ্যে মানুষ এবং জ্বীন জাতিই কেবল জান্নাতে এবং জাহান্নামে যাবে। নূরের তৈরী অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাগণ কেউ জান্নাহে কিংবা জাহান্নামে যাবে না।

কিন্তু যারা মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের বলেন, তাহলে তো মুহাম্মদ ﷺ-এর অবস্থা ফিরিশতাগণের মতই হওয়া উচিত। (অউযু-বিল্লাহ) কেননা ফিরিশ্‌তাগণ হলেন সূরের তৈরী। অথচ অসংখ্য কোরআনের দলীল এবং সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ জান্নাতে যাবেন।

অতএব যেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ জান্নাতে যাবেন, সেহেতু তিনি নূরের তৈরী নন। বরং মাটির তৈরী একজন মানুষ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের কয়েক জায়গাতেই বলেন, আমি প্রত্যেক নবীও রসুল গণকে তাঁদের সম্প্রদায় থেকেই নির্বাচন করি। যাদে তিনি তাদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে বুঝাতে পারে।

তাহলে আপনারা কি বলতে চান নবী মুহাম্মদ ﷺ যে সম্প্রদায়র নবী হয়েছেন, এ সম্প্রদায়ের সকল লোক নূরের তৈরী ছিলেন, এ মর্মে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে কাফিরদের কথাকে এভাবে তুলে ধরেন

﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾

অর্থাৎ তাদের (কাফিরদের) অন্তর থাকে অমনোযোগী। যালেমরা গোপনে পরামর্শ করে সে {মুহাম্মদ ﷺ} তো তোমাদের মতই একজন মানুষ এরপরও কি তোমরা দেখে-মুনে যাদুর কবলে পড়বে।

– সূরা আম্বিয়া ৩।

উপরে বর্ণিত কোরআনুল কারিমের আয়াতে কারিমা হতে স্পষ্টই প্রামণিত হল নবী মুহাম্মদ ﷺ ততকালিন কাফির-মুশরিকদের মতই রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। আর নবী মুহাম্মদ ﷺ রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ বলেই তো মহান আল্লাহপবিত্র কোরআনুল কারিমে উক্ত আলোচনাকে বর্ণনা করেছেন। তারপরও কি বিদ'আত প্রন্থী নূরী ভাইয়েরা উল্লিখিত সহীহ দলীলগুলোর উপর ঈমান আনবে না?

আমরা ভেবে দুঃখ হয়, তৎকালিন কাফির-মুশরিকরা জানতে পারল নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই রক্তে-মংসে গড়া মানুষ। কিন্তু বর্তমান নাম ধারী মুসলিম জানতে পারল না, তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ। যারা নবীমুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলে ধারণা করেন তাদের সামনে আমার আরো একটি প্রশ্ন। বলুন তো নূরের তৈরী কারা? নূরের তৈরী হলেন ফেরেশতাগণ। অথচ মহান আল্লাহতা'আলা তামাম পৃথিবীর সৃষ্টি কুলের মধ্যে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে ভূষিত করেন। সুতরাং ফেরেশতাগণের চাইতেও।

আর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন, মুহাম্মদ ﷺ। অতএব আপনারা মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলে, সম্মান দিতে গিয়ে, বাড়াবাড়ি কর অপমানিত করছেন। অতএব নূরের তৈরী ফেরেশ্‌তাগণের চাইতেও মাটির তৈরী মানুষের সম্মান বেশী। আর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ। সুতরাং তাঁর মর্যাদা তো বেশি হবেই। জ্বীন এবং ফেরেশ্‌তাগণের চাইতে, মাটির তৈরী মানুষের সম্মান বেশি। কেননা তাঁরা সকলে মানুষের আদি পিতা আদম عليه السلام-কে সেজদা করেছিল।

– সূরা হুদ ৭১-৭৬, এবং সূরা হিজর ২৬-৩৩।

নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সুযোগ্য সন্তান তাঁকে নূরের তৈরী না বলে, মাটির তৈরী বললেই তাঁর সম্মান অক্ষুন্ন থাকত।

হে নূরী ভাইয়েরা! এখনো সময় রয়েছে তাওবা করার। সুতরাং সময় শেষ হবার পূর্বেই তাওবাহ করে পরকাল মুখী হোন।

নচ্যেৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলার মাধ্যমে পরিত্র কোরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াত এবং অসংখ্য সহীহ হাদীছ অমান্য করার কারণে আপনারা স্পষ্ট জাহান্নাম দ্বার প্রান্তে গিয়ে পৌছেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা আদম عليه السلام-কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। সুতরাং আদম عليه السلام-এর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরী। কেননা প্রত্যেক বস্তুই তার মূলের দিকে ফিরে যায়।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

অর্থাৎ- আমি তোমাদেরকে এই মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি আবার এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এবং এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) বের করে আনব । – সূরা ত্ব-হা ৫৫ ।

এ আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক বস্তু তার মূরের দিকে ফিরে যায় । সুতরাং নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর আদি পিতা আদম عليه السلام-এর দিকে ফিরে গেছেন । অর্থাৎ যেহেতু আদম عليه السلام মাটির তৈরী, সেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী । আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহাফের ১১০ আয়াতে মূরা ফুমলিলাত বা হা-মীম সেজদার ৬ নাম্বার আয়াতে । এবং সূরা আম্বিয়ার ৩ নাম্বার আয়াতে আলোচনা করেছি যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ । আর অত্র আয়াতে আল্লাহ বললেন, তিনি মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন । অতএব এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ ।

হে সত্য সন্ধানী প্রিয়! মুসলিম ভাই ও বোনেরা এর পরেও কি তাদের উপলব্ধি করার জ্ঞানটুকু ফিরে আসবে না । এখনো সময় রয়েছে, উল্লিখিত কোরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীছগুলোর উপর ঈমান আনায়ন করুন । তাহলে ইহাই আপনাদের জন্য হবে বৃদ্ধিমানের কাজ ।

যারা বিনিময়ে পাবেন জান্নাত । যার তলদেশে বিভিন্ন নহর সমূহ প্রবাহমান । – সূরা ইউনুস ৯ ।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আদম عليه السلام সহ তাঁর সমস্ত সন্তানদেরকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন । এ মর্মে একহী সহীহ হাদীস পেশ করা হল

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب –

অর্থাৎ- আবূ মুসা আশয়ারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে । তিনি (আবু মুসা) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ- কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা আদম عليه السلام-কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে নিয়েছিলেন । তাই আদম عليه السلام-এর সন্তানগণ (সেই

মাটির বিভিন্ন রং অনুয়ায়ী) কেই লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো, (কেউ বাদামী,) আবার কেই মধ্যম রংয়ের হয়েছে। আবার কেউ নরম মেজাজের, কেই গরম মেজাজের কেউ সৎ, কেউ অসৎ প্রকৃতির হয়েছে।
– সহীহ তিরমিযী ৫ম খণ্ড, হা: ২৯৫৫, সিলসিলাহ সহীহাহ, হা: ১৬৩০, আবু দাউদ হা: ৪৬৯০, মুসনাদে আহমাদ হা: ১৯০৮৫, মাদরাসা পাঠ্য মিশকাত, আমিল ১ম বর্ষ হা: ৯৩, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১ম খণ্ড হা: ১০০।

তাহক্বীক্ব :- ইমাম আবূ ঈসা তিরমিয়ী (রহ.) বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। আলবাণী বলেন, সহীহ। উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী প্রত্যেক সহীহ হাদীছকেই হাসান সহীহ বলেছেন। অতএব তাঁর দৃষ্টিতেও হাদীছটি সহীহ। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবাণী (রহ.) তাঁর সিলসিলা সহীহাহ্ গ্রন্থে, ১৬৩০ নাম্বার হাদীছে উল্লেখ করে সহীহ বলেছেন, শাইখ আহমাদ শাকির মুসনাদে আহমাদ তাহক্বীক্ব করে উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

অত্র হাদীছে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মহান আল্লাহতা'আলা আদম عليه السلام- কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন।

ইতোপূর্বে আমরা মে'রাজের হাদীসে জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান। সুতরাং যেহেতু আদম عليه السلام মাটির তৈরী সেহেতু তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরী। অভিমত, আর এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমাদেরকে এরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি থেকেই তৈরী করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদগত (তৈরী) করেছেন।
– সূরা নূহ ১৭।

উক্ত আয়াতের أرض শব্দটিকে আল্লাহ মাটি বুঝিয়েছে, أرض এর সাধারণ অর্থ যমিন, আর যমিন তো মাটিই। তাছাড়া ইতোপূর্বের আবূ মুসা আশয়ারী رضي الله عنه বর্ণিত হাদীস হতেও বুঝা যায়। মহান আল্লাহ তামাম পৃথিবীর যমিন হতে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেন। এ হাদীস হতেও প্রমাণিত হয় أرض শব্দটির অর্থ মাটি আরবী অভিধান

গ্রন্থগুলোতেও أرض দ্বারা মাটি বুঝানো হয়েছে। – আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (আল-ক্বামুসুল ওয়াজীয) ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ প্রকাশনী, দ্বাদশ সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৯, পৃষ্ঠা নং ৫০।

অতএব অত্র আয়াতে কারিমাহ হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। কেননা উক্ত আয়াতে كم দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সকল মানুষ আর আমরা ইতোপূর্বে সূরা হা-মীম সেজদার ৬ নাম্বার আয়াত এবং সুরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াত এবং সুরা আম্বিয়ার ৩ নাম্বার আয়াত হতে স্পষ্ট জানতে পারলাম যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। আর এ আয়তে হতে জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষ মটির তৈরী। অতএব প্রমাণিত হল নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম ﷺ-এর সন্তান, আর আদম ﷺ মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾

অর্থাৎ- {হে মুহাম্দ ﷺ আপনি} আর স্মরণ করুন, যখন আমি (আল্লাহ) ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সেজদা করল। সে ইবলীস) বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাঁকে আপনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন?

– সূবা ইসরা ৬১।

উক্ত আয়াত হতে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আদম ﷺ মাটির তৈরী। সুতরাং তাঁর সুযোগ্য সন্তান এবং শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺও মাটির তৈরী। – সূরা আহযাব, ৪০।

নবী মুহাম্মদ ﷺ যে, একজন মানুষ, এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ ﷺ) বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো একজন মানুষ, একজন রসুল ছাড়া আর কিছুই না।

– সূরা বনী ইসরাঈল ৯৩।

উক্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নির্দেশ করেছেন, মুহাম্মদ ﷺ যেন প্রকাশ্য ঘোষনা করেন যে, আমি (মুহাম্মদ) একজন মানুষ এবং একজন রসুল। নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই একটি পার্থক্য ছাড়া, আর তা হল, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন রসুল তাঁর কাছে অহীহ আসে, কিন্তু আমাদের কাছে অহীহ আসে না। এই পার্থক্য ছাড়া তাঁর এবং আমাদের মাঝে আর কোন পার্থক্য নেই। কেননা তিনি যেমন রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, অনুরূপ আমরাও রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। আমাদের যেমন পিতা-মাতা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে আছে, ঠিক তদ্বরূপ তাঁরও পিতা-মাতা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ছিল। নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজ বংশের ধারাবাহিকতা এভাবে বর্ননা করেন।

عن واثلة بن الأسقع ﷺ قال قال رسول الله ﷺ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم -

অর্থাৎ- ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসক্ব' ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা, ইসমাঈল ﷺ-এর বংশধর হতে কিনানাই গোত্রকে বাছাই করেছেন, কিনানাহ গোত্র হতে কুরাইশকে বাছাই করেচেন আবার কুরাইশদের মধ্য হতে বানু হাশিমকে বাছাই করেছেন এবং বানু হাশিম হতে আমাকে বাছাই করে (সৃষ্টি) করেছেন। - সহীহ মুসলিম, সহীহ তিরমিযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা: ৩৬০৬. সিলসিলাহ সহীহাহ্ ১ম খণ্ড, হা: নং ৩০২।

উক্ত হাদীছ হতে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ ﷺ নবী ইসমাইল ﷺ-এর বংশধর। আমরা যদি এভাবে আরো উপরের দিকে যাই তাহলে দেখতে পাব ইসমাঈল ﷺ-এর পিতা ইবরাহিম ﷺ ইবরাহিম ﷺ-এর পিতা আযর। - সূরা আনআম ৭৪।

এভাবে আরো উপরের দিকে যেতে যেতে এক সময় আদম ﷺ-এর সাথে গিয়ে এক হবে ।ইতোপূর্বে আমরা কোরআন এবং সহীহ হাদীছ হতে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ আদম ﷺ-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব যেহেতু আদম ﷺ মাটির তৈরী সেহেতু তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

নবী মুহাম্মদ ﷺ-সহ সকল মানুষ আদি পিতা আদম ﷺ-এর সন্তান। এ মর্মে একটি সহীহ হাদীছ উল্লেখ করা হলো-

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار –

অর্থাৎ আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানরা যখন সেজদার আয়াত পড়ে ও সেজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় ও বলে হায় আমার কপাল মন্দ। আদম সন্তান সিজদার আদেশ পেয়ে সিজদাহ করল, তাই তাঁর জন্য জান্নাত আর আমাকে সিজদার আদেশ দেয়া হয়েছিল, আমি সেজদা করতে অস্বীকার করলাম। তাই আমার জন্য জাহান্নাম। –সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড হাঃ ৮১, তাহক্বীক্ব আলবানী মিশকাত ১ম খণ্ড হাঃ ৮৯৫, মাদরাসা পাঠ্য মিশকাত ২য় বর্ষ হাঃ নং ৮৩৫।

সম্মানিত পাঠক ভাই ও বোনেরা একবার অনুধাবন করুন। এ হাদীছে সিজদাকারী বরে যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা হলেন মানুষ। আর ইসলামী শরিয়তে কোন আমল করতে হলে, তার মডেল বা অনুসরণ কারী হিসেবে নির্বাচিত হলেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ।

– সূরা আহযাব ২১।

আর নবী মুহাম্মদ ﷺ সিজদাহ্ করেছেন, এ মর্মে অনেক সহীহ হাদীছ রয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, আর সকল মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান।

এ মর্মে নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

عن أبي هريرة ﷺ قال كنا مع النبي ﷺ في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بم يجمع الله الأولين والأخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم

الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي ائتوا النبي ﷺ فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه

অর্থাৎ- আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক খানার দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের রান পেশ করা হল, এটা (রানের গোশত) তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল। তিনি সেখান হতে এক খণ্ড খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান? মহান আল্লাহতা'আলা কিতাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবেন? যেন একজন দেশক তাদের সবাইকে দেখতে পায় বেং একজন আহবানকারীর আহবান সবার কাছে পৌছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কী অবস্থায় আছ এবং কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম ﷺ আছেন। তখন সকলে তাঁর নিকট যাবে এবং বলবে, হে আদম ﷺ! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। মহান আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে তৈরী করেছেন এবং তার পক্ষ হতে রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে (আপনার সম্মানের) নিদের্শ নিয়েছেন। সে অনুযায়ী

সকলে আপনাকে সেজদা ও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করবেন না? আপনি দেখেন না আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। তখন তিনি বলবেন, আমার প্রতিপালক, আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি হতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমাকে ছাড়া অন্যের নিকট যাও। বরং তোমরা নূহ ﷺ-এর নিকট চলে যাও। তখন তাঁরা নূহ ﷺ-এর নিকট আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রসুল এবং মহান আল্লাহ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ করছেন না, আমরা কী ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি? আপনি দেখছেন না আমরা কতই না দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও আর হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। বরং তোমরা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট চলে যাও। তখন তারা আমার নিকট আসবে আর আমি আরশের নীচে সেজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আর আপনি চান, আপনাকে প্রদান করা হতে। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাব: ৩য় খণ্ড, হা: ৩৩৪০। আধুনিক প্রকা: হা: ৩০৯৩, ই.ফা.বা. হা: ৩১০১, সহীহ মুসলিম হা: ১৯৪, মুসনাদে আহমাদ হা: ৯২২৯।

উল্লেখিত হাদীছ হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। ইতোপূর্বে আমরা সুরা কাহাফের ১১০নং আয়াত হতে জানতে পারলাম যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং যেহেতু আদম ﷺ মাটির তৈরী, সেহেতু তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্য সন্তান, নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরী একজন মানুষ। উক্ত হাদীছ হতে আরো একটি বিষয় জানা যায়। নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই বললেন, সে দিন আমি হব মানব জাতির নেতা বা সর্দার। সুতারং কোন ব্যক্তি নেতা হতে

হলে ঐ ব্যক্তির মধ্য হতেই হতে হয়। আর এ প্রসংগে তাফসীর ইবনু কাসিরসহ সহীহ হাদীছ নিয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। অতএব প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ।

সমস্ত মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। এ বিষয়টি মানুষ কোরআন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে জানতে পেরেছে।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ- না, তা কখন ও হবে না। আমি তাদেরকে (সকল মানুষকে) কোন বস্তু (বীর্যের মাধ্যমে মাটি) থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

– সূরা আল-মাআরিজ ৩৯।

উক্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আমি মানুষকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছি-তা মানুষ জানে। মানুষ জানে এ কারণে যে, তাদের মাঝে পবিত্র কোরআনুল কারিম এবংসহীহ হাদীছ বিদ্ধমান। সুতরাং এ আয়াত হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। কেননা ইতোপূর্বের আলোচানয় প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষ। অতএব যেহেতু তিনি মানুষ, সেহেতু তিনি মাটির তৈরী। মহান আল্লাহরব্বুল আলামিন নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে একই ব্যক্তি অর্থাৎ- আদম عليه السلام থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া, যাতে তাঁর কাছে সে শান্তি পায়। – সূরা আ'রাফ ১৮৯।

অত্র আয়াত হতে ও প্রমাণিত হয় সমস্ত মানুষকে মহান আল্লাহ আদম عليه السلام-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ- সমস্ত মানুষ আদম عليه السلام-এর সন্তান। সুরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর এ আয়াত হতে প্রমাণিত হয়, নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান, ইতো পূর্বে আমরা সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছি আদম عليه السلام মাটির তৈরী।

সুতরাং তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরী একজন মানুষ।

এ মর্মে মহান আল্লাহ সুরা হিজরের ২৬-৩৩ নাম্বার আয়াতে কারিমায় বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾

অর্থাৎ- (২৬) আমি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুস্ক ঠনঠনে শাটি থেকে। (২৭) এবং এর আগে (অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির আগে) জ্বিন সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ আগুন থেকে।– সূরা আল-হিজর ২৬-২৭।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে অর্থাৎ ২৬ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বললেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি হতে। সুরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াত এবং হা-মীম সেজদার ৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। অতএব প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

অত:পর তার পরবর্তী আয়াতে অর্থাৎ-২৭ নাম্বার আয়াতে বলছেন, আমি জ্বিন সৃষ্টি করেছি আগুন হতে। সুতরাং জ্বিন আগুনের তৈরী এবং মানুষ মাটির তৈরী। সুরা হিজরের পরবর্তী আয়াতগুলো নিম্নরূপ।

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

অর্থাৎ- (২৮) {হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি} স্বরণ করুন। যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে চাই গন্ধযুক্ত বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। (২৯) তাপর যখন আমি তাঁকে ঠিকঠাকমত গঠন করব এবং তাঁর মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা

তাঁর প্রতি সেজদাবনত হবে। (৩০) তখন ফেরেতারা সবাই একত্রে সেজদা করল (কিন্তু জ্বিনদের প্রধান ইবলীস ছাড়া।) (৩১) কিন্তু (জ্বিনদের প্রধান) ইবলীস (সেজদা) করল না। সে সেজদাকারীদের মধ্যে শামিল হতে অস্বীকার করল। (৩২) মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলরেন, হে ইবলীস। তোমরা কি হলো যে, তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? (৩৩) সে (ইবলীস) বলল, আমি এমন নই যে, আমি এমন এক মানুষকে সেজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন গন্ধযুক্ত বিশুস্ক ঠনঠনে মাটির থেকে।

– সূরা হিজর ২৮- ৩৩।

উল্লেখিত আয়াতে কারিমা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্, মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন এবং আদি পিতা আদম ﷺ-কেও মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। এ বিষয়ে ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতগুলোর দুই দিক হতে প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। কেননা প্রথম আয়াতগুলোতে আল্লাহ বলেছেন আমি মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছি। সুতরাং নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, যার আলোচনা ইতোপূর্বে আমরা করেছি সহীহ দলীল দ্বারা।

তার পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তিনি আদাম ﷺ-কে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম ﷺ-এর সন্তান। যেহেতু পিতা মাটির তৈরী, সেহেতু ছেলেও মাটির তৈরী। সুতরাং উক্ত সুরা ।২জরের বিষদ আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ।

এতো স্পষ্ট দলীল থাকার পরেও কি ভাবে বিদ'আতপন্থী নূরী ভাইয়েরা নবীমুহাম্মদ ﷺ-কে মাটির তৈরী স্বিকার করেন না? আমার বুঝেই আসে না। মহান আল্লাহতা'আলার কাছে ফরিয়াদ করি তিনি যেন তাদেরকে তাওবা করে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন- আল্লাহুম্মা আমিন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ-সহ সকল মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। এ মর্মে নবী ﷺ নিজেই বলেন

عن أبي هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيض ما بين عينيه قال أي رب من هذا قال داود فقال أى رب كم جعلت عمره قال ستين سنة قال رب زده من عمري أربعين سنة قال رسول الله ﷺ فلما أنقضى عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت فقال آدم أو لم يبق من عمري أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته –

অর্থাৎ- আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা যখন আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর পিঠে উপর হাত বুলালেন। তাঁর পিঠ থেকে সেসব (মানব) জীবন বেরিয়ে আসল যা ক্বিয়াম পর্যন্ত সৃষ্টি হবার (সিদ্ধান্ত নির্ধারিত) ছিল। এদের মধ্যে প্রত্যেকে দুই চোখের মাঝখানে আলোর চমক ছিল। এরপর সকলকে আদম ﷺ-এর সাথে সামনা-সামনি দাঁড় করালেন। এদেরকে দেখে আদম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদিগার! এরা কারা! প্রতিপালক বললেন, এরা সব তোমার সন্তান। আদম ﷺ এদের একজনকে দেখলেন, তাঁর দুই চোখের মাঝখানের আলোর চমক তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করে। তিনি জিজ্ঞেস করলে, প্রতিপালক! ইনি কে? তিনি (আল্লাহ) বললেন, (ইনি) দাউদ ﷺ। তিনি (আদম) বললেন, হে প্রতিপালক! তাঁর (দাইদের) বয়স কত দিয়েছেন? তিনি (আল্লাহ) বললেন, ষাট (৬০) বছর। তিনি (আদম) বললেন, প্রভু! আমার বয়স থেকে তাঁকে (দাউদকে) চল্লিশ (৪০) বছর দান করুন। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আদম ﷺ-এর বয়স ফুরিয়ে গেলে এবং ঐ চল্লিশ (৪০) বছর বাকী থাকতে মৃত্যুর মালাক (ফেরেশতা) তাঁর (আদমের) কাছে এলেন। আদম ﷺ তাঁকে (মৃত্যুর ফেরেশ্তাকে) বললেন, এখনো তো আমার বয়স চল্লিশ (৪০) বছর বাকী আছে। মৃত্যুর মালাক (ফেরেশতা) বললেন, আপনি কি আপনার বয়সের চল্লিশ (৪০) আপনার সন্তান দাউদ ﷺ-কে দিয়ে দেননি? আদম ﷺ অস্বীকার করবেন।

তাই তাঁর (আদামের সন্তানরাও অস্বীকার করে। আদম ﷺ নিজের ওয়াদাহ ভূলে গেলেন। তিনি (নিষিদ্ধ) গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। তাঁর (আদমের) সন্তানরাও ভুল করে থাকে। আদম ﷺ-এর বিচ্যুতি ঘটেছিল। তাই তাঁর (আদমের) সন্তানরাও ভুল করে এবং তাদের বিচ্যুতি ঘটে থাকে। – সহীহ তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৭৬, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, আয-যিলাল হাঃ ২০৬, তাখরীজুত ত্বহাবিয়াহ হাঃ ২২০-২২১, তাহক্বীক আলবানী মিশকাত ১ম খণ্ড হাঃ ১১৮, মাদরাসা পাঠ্য মিশকাত আলিম ১ম বর্ষ হাঃ ১১০।

তাহক্বীক্ব :- ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী এবং শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবাণী (রহ.) বলেন, হাসন সহীহ। কিন্তু শাইখ আলবাণী (রহ.) তিরমিযী তাহক্বীক্ব করে বলেন, হাদীছটির সনদ সহীহ।

উক্ত হাদীছটির একাধিক সনদে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকিম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

উল্লেখিত হাদীছটি হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষ আদম ﷺ-এর সন্তান। যেহেতু আদম ﷺ মাটির তৈরী সেহেতু তাঁর সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺও মাটির তৈরী একজন মানুষ। তাছাড়াও এ হাদীছে স্পষ্ট বলা হয়েছে সকল নফস (জীবন)-কে আদম ﷺ-এর পিঠ হতে বের করা হয়েছে। অতএব আমরা জানি নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নফস বা জীবন ছিল। কেননা তিনি চলা-ফেরা, কথা বার্তা ইত্যাদি কাজগুলো করেছেন এবং ছোট থেকে বড় হতে হবে, তার পূর্ব শর্ত হলো, জীবন থাকা। আর নবী ﷺ-এর মাঝে এ সকল কিছুই বিদ্ধমান ছিল। সুতরাং ঐ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরী একজন মানুষ। এ কথা ভেবে আমার দুঃখ হয় যে, বর্তমান নামধারী মুসলিম, নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মাটির মানুষ বলে স্বীকার করেন না। অথচ মক্কার কাফির-মুশরিকগণ, নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে তাদের মতই মাটির তৈরী মানুষ বলে স্বীকার করে, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর আনিত দ্বীন গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। তারা বলত এ কেমন রসুল! যে, খায়-পান করে, বাজারে চলা-ফেরা করে।

এ মর্মে আমরা আলোচনা করছি মহান আল্লাহর ভাষায়—

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾

অর্থাৎ- (৭) তারা (কাফের-মুশরিকরা) এ কথাও বলে যে, এ কেমন রসুল যে, খাদ্য খায় এবং বাজারেও চলা-ফেরা করে? (তিনি যদি রসুল হয় তাহলে) কেন তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না, যে তাঁর সাথে সর্তককারী হিসেবে থাকত? (৮) অথবা তাঁকে মুহাম্মদ ﷺ কে কোন ধন ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন, অথবা তাঁর এমন একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে আহার করতে পারে? যালিমরা আরও বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্থ মানুষেরই অনুসরণ করছ। – সূরা আল-ফুরক্বান, ৭-৮।

উক্ত আয়াত দু'টি হতেও প্রমাণিত হয় মুহাম্মদ ﷺ খাদ্য খেতেন এবং হাট বাজার করতেন, যা মক্কার কাফের মুশরিকগণ নিজ চোখে দেখে একথাগুলো বলেছিল। আর মহান আল্লাহ তা'আলাও তাদের উল্লিখিত কথাগুলো কুরআনুল কারীমে তুলে ধরেন। কিন্তু নুরের তৈরি হলেন ফেরেশতাগণ, আর ফেরেতাগণ হাট বাজার করেন না এবং খাদ্যও গ্রহণ করেন না।

অতঃপর মক্কার কাফের মুশরিকগণ সাধারণ জনগণকে বলত, মুহাম্মদ ﷺ তো আমাদের মতই একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। যদি তিনি রসুল হতেন, তাহলে কেন মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে কোন ফেরেশতা নাযিল করা হয় না। উক্ত কথাগুলো হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। তাছাড়াও সূরা ফোরকানের ৮ নাম্বার আয়াত হতেও বুঝা যায় যে, মক্কার কাফেরও মুশরিকগণ নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে তাদের মতই রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ ও যাদুগ্রস্থ বলেছেন।

যাদগ্রস্ত বলার কারণ হল, নবী মুহাম্মদ ﷺ মহান আল্লাহ নির্দেশ অনুযায়ী যাই বলতেন তাই হয়ে যেত। তাই তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ কে শ্রেষ্ঠ যাদুকর মনে করত। আসলে তিনি যাদুকর ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি একজন মানুষ এবং রসুল। – সূরা কাহফ ১১০, সূরা ছদ ৭১-৭৬, সহীহ তিরমিযী, হা: ৩৯৫৫,৩৯৫৬, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী।

উল্লিখিত আলোচনা হতেও কি প্রমাণিত হয় না যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ?

হে সত্য সন্ধানী প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! শত শত দলীলের প্রয়োজন হয় না, কেবল মাত্র একটি কুরআনের আয়াত অথবা একটি সহীহ হাদীস থাকলেই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে 'আমল করা প্রয়োজন। এটাই চূড়ান্ত সত্য এবং ইহাই সঠিক।

রসুল ﷺ খাদ্য খেয়েছেন এ মর্মে পাঠকদের সামনে সহীহ হাদীছ পেশ করা হলো –

عن ابن عباس ﷺ قال أهدت خالتي إلى النبي ﷺ ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب علي مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط

অর্থাৎ (আবদুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার খালা কয়েকটি যব্ব (গুই সাপ জাতীয় এক প্রকার প্রাণী); কিছু পনির এবং দুধ নবী ﷺ কে হাদিয়া দিলেন, এবং দস্তরখানে 'যব্ব' রাখা হয়। যদি তা (যব্ব) হারাম হতো তাহলে তাঁর দস্তরখানে রাখা হতো না। তিনি দুধ পান করলেন এবং পনির খেলেন। – সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবঃ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫৪০২, আধুনিক প্রঃ হাঃ ৫০০১, ই.ফা.বা. হাঃ ৪৮৯৭, সহীহ মুসলিম, হাঃ ১৯৪৭।

উক্ত হাদীছ হতে প্রমাণিত হয় নবী ﷺ পান করেছেন এবং খেয়েছেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ বা নূরের তৈরি কোন ব্যক্তি পানও করেন না এবং কোন খাদ্যও খান না। এ থেকেও কিন প্রমাণিত হয় না নবী ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ? রসুল ﷺ খাদ্য খেয়েছেন এ মর্মে হাদীছ পেশ করা হলো –

وعن ابن عباس ﷺ قال تعرف رسول الله ﷺ كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ –

অর্থাৎ ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ একটি স্কন্ধের গোশত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর তিনি উঠে গিয়ে (নতুনভাবে) অযূ না করেই সলাত (নামায) আদায় করলেন। – সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫৪০৪, আঃ প্রঃ হাঃ ৫০০৩, ই.ফা.বা. হাঃ ৪৮৯৯।

وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أنتشل النبي ﷺ عنقا من قدر فأكل ثم صلى و لم يتوضأ -

অর্থাৎ, অন্য বর্ণনায় আইয়্যুব ও আসিম (রহ.) ইকরামাহর সূত্রে ইবনু 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ হাঁড়ি (পাতিল) থেকে একটি গোশত যুক্ত হাড় বের করে তা খেলেন। তারপর (আর নতুন) অযু না করেই সলাত (নামায) আদায় করলেন। – সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, হা: ৫৪০৫, তাওহীদ পাব: ই.ফা.বা. হা: ৪৮৯৯, আ:প্র: হা: ৫০০৩।

وعن عمرو بن أمية ﷺ أخبره أنه رأى النبي ﷺ يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فالقاها والسكين التي يحتز بها ثم قلم فصلى و لم يتوضأ -

হাঃ ৪। অর্থাৎ 'আমর ইবনু উমাইয়্যাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ﷺ-কে (রান্না করা) বকরীর কাঁধের গোশত নিজ হাতে খেতে দেখেছেন। সলাতের জন্য তাঁকে আযান দেয়া হলে তিনি তা এবং যে চাকু (ছুড়ি) দিয়ে কাটছিলেন সেটিও রেখে দেন। অতঃপর উঠে গিয়ে সলাত (নামায) আদায় করেন। অথচ তিনি (আর নতুন) অযু করেননি। – সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, হা: ৫৪০৮, আ: প্র: হা: ৫০০৫, ই.ফা.বা. হা: ৪৯০১।

وعن أبي هريرة ﷺ قال ما عاب النبي ﷺ طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه -

অর্থাৎ আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ ত্রুটি খারাপ লাগলে রেখে দিতেন।

– সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, হা: ৫৪০৯, আ: প্র: হা: ৫০০৬, ই.ফা.বা. হা: ৪৯০২।

وعن عائشة ﷺ قالت كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل -

অর্থাৎ, 'আয়িশাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ হালুয়া ও মধু খেতে ভালবাসতেন।

– সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, হা/৫৪৩১, আ: প্র: হা/৫০২৮, ই.ফা.বা. হা: ৪৯২৪।

وعن أنس ﷺ أن رسول الله ﷺ أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله ﷺ يأكله –

অর্থাৎ আনাস ﷺ হতে বর্ণিত আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়িতে আসলেন। তাঁর সামনে কদু (লাউ) উপস্থিত করা হলে তিনি (বেছে বেছে) কদু (লাউ) খেতে লাগলেন। সেদিন থেকে আমি (আনাস) ও কদু (লাউ) খেতে ভালবাসি, যে দিন থেকে রসুলুল্লাহ ﷺ কে তা খেতে দেখেছি। –সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৫ম খণ্ড হা/৫৪৩৩, আধুনিক প্রকা: হা/৫০৩০. ই.ফা.বা. হা/ ৪৯২৬।

وعن عبد الله بن جعفر ﷺ قال كان النبي ﷺ يأكل الرطب بالقثاء –

অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ইবনু আবু তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে তাজা খেজুর শশার সাথে মিশিয়ে খেতে দেখেছি। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: হা/৫৪৪০, আধুনিক প্রকা: হা/৫০৩৭, ই.ফা.বা. হা/৪৯৩৩, মুসলিম হা/২০৪৩, আহমাদ হা/১৭৪১।

وعن أبي هريرة ﷺ قال أتي النبي ﷺ بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها –

অর্থাৎ আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর জন্য গোশত আনা হল এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হল। তিনি বাহুর গোশতই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি ﷺ তা (উক্ত গোশত) দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেলেন। –বুখারী ও মুসলিম, সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৪র্থ খণ্ড হা/১৮৩৭, ইবনু মাজাহ হা/৩৩০৭।

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب –

অর্থাৎ আয়িশাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। নবী ﷺ তরমুজ তাজা খেঁজুরের সাথে একত্রে খেতেন। – সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী হা/১৮৪৩, সিলসিলাতু সহীহাহ হা/ ৫৭, মুখতাসার শামাইল হা/১৭০।

وعن عبد الله بن جعفر قال كان النبي ﷺ يأكل القثاء بالرطب –

অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ শসা খেজুরের সাথে একত্রে খেতেন। – সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৪র্থ খণ্ড হা/১৮৪৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৩২৫।

وعن زهدم الجرمي رضى الله عنه قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة فقال: أدن فكل فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكله –

১২। অর্থাৎ, যাহদাম আল-জারমী (রাহ.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা ﷺ-এর সামনে গেলাম। তিনি তখন মুরগীর গোশত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এগিয়ে এসো এবং খাবারে অংশগ্রহণ কর। আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি। – সহীহ আত-তিরমিযী, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী হা/১৮২৬,১৮২৭, নাসাঈ ইরওয়া হা/২৪৯৯।

وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله ﷺ جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ –

১৩। অর্থাৎ উম্মু সালামা ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি (ছাগলের) পাঁজরের ভুনা গোশত রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রাখলেন। তিনি ﷺ তা (উক্ত গোশত) হতে খেলেন। তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু (পুনরায় আর) ওযু করেননি। – সহীহ আত-তিরমিযী হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৩য় খণ্ড হা/১৮২৯, মুখতাসার শামাইল হা/১৩৮।

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال شرب النبي ﷺ قائما من زمزم –

১৪। অর্থাৎ ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৫ম খণ্ড হা/ ৫৬১৭, আধুনিক প্রকাঃ হা/ ৫২০৬, ই.ফা.বা. হা/৫১০২, সহীহ আত-তিরমিযী হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ৪র্থ খণ্ড হা/১৮৮২, ইবনু মাজাহ হা/৩৪২২।

উল্লিখিত সহীহ হাদীছগুলো হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ পানিয় পান করেছেন এবং বিভিন্ন খাদ্য খেয়েছেন। এর পরেও কি প্রমাণিত হয় না যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। যেমন আমরা খাই, তেমনি তিনিও খেয়েছেন। যেমন আমরা পান করি, তেমনি তিনিও পান করেছেন। যেমন আমরা আদম ؑ-এর সন্ত

ান। ঠিক তদ্রুপ নবী মুহাম্মদ ﷺ ও আদম عليه السلام-এর সন্তান। যেহেতু আদম عليه السلام মাটির তৈরি একজন মানুষ সেহেতু আদম عليه السلام মাটির তৈরি একজন মানুষ, সেহেতু আদম عليه السلام-এর সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরি একজন মানুষ।

হে ইসলাম প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, আর মানুষ বলেই তো তিনি ﷺ খাদ্য খেতেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ যে, খাদ্য খেতেন এ মর্মে শত শত সহীহ হাদীছ রয়েছে। – **এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে তাওহীদ পাবঃ কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ডের ১৭৭ হতে ২১৬ পৃষ্ঠার মোট ৫৯টি হাদীছ, উক্ত খণ্ডের ২৭১ হতে ২৯৬ পৃষ্ঠার ৩১টি হাদীছ এবং সহীহ আত-তিরমিযী হুসাইন আল-মাদানী কর্তৃক প্রকাশিত হা/ ১৭৮৮ হতে ১৮৯৬ পর্যন্ত মোট ১০৮টি হাদীস দেখুন।**

কিন্তু বইটির কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে বিস্তারিত তুলে ধরলাম না।

এরপরেও কি বিদ'আতপন্থী নুরী ভাইদের বিবেক জেগে উঠবে না যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি মানুষ?

নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সুযোগ্য সন্তান। যেহেতু পিতা আদম عليه السلامএর সুযোগ্য সন্তানও মাটির তৈরি।

এ মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা, ইবলিশের কথাগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমে এভাবে তুলে ধরেন –

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

অর্থাৎ, সে (ইবলিশ) বলল, আমি এমন নই যে, আমি (ইবলিশ) এমন এক মানুষকে (আদমকে) সেজদা করব। যাকে (আদমকে) আপনি সৃষ্টি করেছেন গন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি থেকে। – সূরা আল-হিজর: ৩৩।

উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আদি পিতা আদম عليه السلام মাটির তৈরি এবং উক্ত আয়াতে আদম عليه السلام মাটির তৈরি এবং উক্ত আয়াতে আদম عليه السلام-কে মানুষ বলা হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সূরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াতে নবী মুহাম্মদ ﷺ-কেও মানুষ বলা হয়েছে। সুতরাং এ আলোচনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মাটির তৈরি। নবী মুহাম্মদ ﷺ

মাটির তৈরি মানুষ, এর উপরেই সকল মুসলিমকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এটাই 'আলেমগণের ঐক্যমত।

নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান, এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾

অর্থাৎ হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের (নামাজের) সময় সুন্দর পোশাক পরিধান কর এবং খাদ্য খাও ও পান কর।

– সূরা আ'রাফ: ৩১।

উক্ত আয়াত হতে বুঝা যায়, যারা নামাজ পড়ে খাদ্য খায় ও পান করে তারা আদম عليه السلام-এর সন্তান। তাছাড়া ইতোপূর্বে মেরাজের হাদীছে আলোচনা করেছি, আদম عليه السلام স্বীকার করলেন, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সন্তান। সুতরাং এ থেকেও প্রমাণিত হয় নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান। তাছাড়াও নবী মুহাম্মদ ﷺ পান করেছেন, খাদ্য খেয়েছেন এবং নামাজ পড়েছেন। এ মর্মে নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই বলেন,

صلوا كما رأيتموني أصلي –

অর্থাৎ তোমরা আমাকে যে ভাবে সলাত (নামায) পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে সলাত (নামায) পড়। – তাহক্বীক মিশকাত ১ম খণ্ড হা/ ৬৮৩, মাদরাসা পাঠ্য মিশকাত আলিম ২য় বর্ষ হা/৬৩২।

শুধু একটি হাদীছ নয়। এ বিষয়ে শত শত সহীহ দলীল রয়েছে। বইটি বৃদ্ধি পাবে বলে, সকল দলীল তুলে ধরা হল না। তবে এ ব্যাপারে পরামর্শ থাকল, এ বিষয়ে জানতে হলে কুতুবে সিত্তাহসহ সকল হাদীছ গ্রন্থ দেখুন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ নামাজ পড়েছেন, খাদ্য খেয়েছেন এবং পানীয় পান করেছেন। অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম عليه السلام-এর সন্তান। যেহেতু আদম عليه السلام মাটির তৈরি, সেহেতু তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি মানুষ।

নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। এ মর্মে তিনি নিজেই বলেন,

حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله ﷺ قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيئ قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فيقال أنه لو حدث في الصلاة شيئ أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين -

অর্থাৎ আবু শাইবাহর দু'পুত্র আবু বাকর ও উসমান এবং ইসহাক ইবরাহীম (রাহিমাহুমুল্লাহ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত (নামাজ) আদায় করলেন, বনর্ণাকারী ইবরাহীমের বর্ণনামতে এ সলাতে (নামাযে) তিনি ﷺ কিছু কম বেশি করে ফেললেন, (অন্য বর্ণনামতে এ সময় নবী ﷺ যোহরের সলাত পড়তেছিলেন, কিন্তু তিনি চার ৪ রাকাআত না পড়ে পাঁচ ৫ রাকাআত পড়লেন।) সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রসুল ﷺ! সলাতের ব্যাপারে কি নতুন কোন হুকুম দেয়া হয়েছে? (অর্থাৎ সলাত চার (৪) রাকা'আতের পরিবর্তে পাঁচ (৫) রাকা'আত করা হয়েছে?) এ কথা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, নতুন হুকুম আবার কেমন? তখন সবাই বলল, আপনি সলাতে এরূপ করেছেন। (অর্থাৎ চার রাকা'আতের পরিবর্তে পাঁচ রাকা'আত পড়েছেন।) এ কথা শুনে তিনি ﷺ পা দু'খানা ভাঁজ করে কিবলাহ মুখী হয়ে বসলেন এবং দু'টি সেজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। এরপর আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, সলাতের ব্যাপারে কোন নতুন হুকুম আসলে আমি তোমাদেরকে জানাতাম। (এটা তেমন কিছু নয়) বরং আমি তো একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমন ভুল হয়। সুতরাং আমি যদি কোন কিছু ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। আর সলাতের মধ্যে তোমাদের কারো কোন সন্দেহ হলে (সলাতের মধ্যেই) চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে যেটি সঠিক বলে মনে করবে সেটিই করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে সলাত শেষ করবে। অতঃপর দু'টি (সাহু) সেজদা দিবে। – সহীহ মুসলিম হাদীছ একাডেমী ২য় খণ্ড হা/৮৮৯।

উল্লিখিত সহীহ মুসলিমের হাদীছটিতে নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই স্বীকার করলেন যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। এখানে লক্ষণীয় এই যে, যিনি নিজের সম্পর্কেই স্বীকার করেন। আমি মানুষ। তাহলে কিভাবে আপনারা তাঁকে নুরের তৈরি বলছেন? অথচ আমরা ইতোপূর্বে সহীহ দলীলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, মহান সহীহ দলীলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, মহান আল্লাহ মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। অতএব যেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ, সেহেতু তিনি মাটির তৈরি একজন মানুষ। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ এটা মক্কার কাফির মুশরিকগণ স্বীকার করত। কিন্তু বর্তমান যুগের নামধারী মুসলিম তা মানতে রাজি নয়।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে হেদায়াত এসে গেল, তখন লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে এছাড়া আর কিছুই বাঁধা দেয়নি যে, তারা বলল, 'আল্লাহ কি মানুষকে রসুল করে পাঠিয়েছেন। – সূরা বণী ইসরাঈল : ৯৪।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় মক্কার কাফির মুশরিকগণের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান না আনার কারণ হলো, নবী মুহাম্মদ ﷺ তাদের মতই একজন মানুষ। যদি তিনি নূরের তৈরি ফেরেশতা হতেন, তাহলে তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ এর উপর ঈমান আনত। কিন্তু তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ এর উপর ঈমান আনেননি সুতরাং সাধারণ মানুষ যে বস্তু দিয়ে তৈরি, নবী মুহাম্মদ ﷺ ও সেই বস্তু দিয়ে তৈরি। অতএব নবী মুহাম্মদ মাটির তৈরি একজন মানুষ। আমার দুঃখ এখানেই মক্কার কাফির মুশরিকগণ জানতে পারল নবী মুহাম্মদ ﷺ রক্তে মাংসে গড়া মাটির তৈরি মানুষ, কিন্তু ভারত উপমহাদেশের কিছু সংখ্যক বিদ'আত পন্থী মানুষ জানতে পারল না।

আমার দৃষ্টি মক্কার কাফির মুশরিকগণদের চেয়েও জাহেল, আজকের এদিনের ঐ সকল মুসলিম নামধারী মানুষগুলো, এতোগুলো সহীহ দলীল উপস্থিত থাকতে যারা নবী মুহাম্মদ ﷺ কে নূরের তৈরি বলে বিশ্বাস করে। তাই নূরী ভাইদের নিকট আমার পরামর্শ থাকল এই যে, আমি যে সকল দলীল পেশ করেছি নিরপেক্ষ ভাবে এ দলীলগুলো তদন্ত করে অধ্যয়ন করবেন, ইনশা-আল্লাহ তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আসলেই নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। আমরা যেমন আহার করি, তিনি তেমন আহার করেছেন। নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন –

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ﴾

অর্থাৎ তার কওমের সর্দাররা, যারা কুফরী করেছিল এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত ও যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা (কাফের সর্দাররা) বলেছিল, এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ) তো আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, সে তো তা-ই খেয়ে থাকে যা তোমরা খাও এবং সে তা-ই পান করে, যা তোমরা পান কর। আর যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের (মুহাম্মদের) আনুগত্য কর, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। – সূরা আল-মুমিনুন : ৩৩-৩৪।

উল্লেখিত আয়াত দু'টি হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর মক্কার কাফির মুশরিকগণের ঈমান না আনার কারণ হল, নবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন, তাদের মতই মাটির তৈরি রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।

যদি নারী ﷺ মাটির তৈরি মানুষ না হয়ে নূরের তৈরি হতেন, তা হলে তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করত। মক্কার কাফির মুশরিকগণ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্ম দেখেছেন, তাঁর সাথে চলা-ফেরা এবং হাট বাজার করেছেন। তাই তারা জানত যে, নবীমুহাম্মদ তাদের

মতই মানুষ। আর মানুষকে মহান আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। সুতরাং নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ, অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। এটাই চূড়ান্ত ফায়সালা, অতএব এরই উপর আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ, এ মর্মে তিনি নিজেই বলেন,

وعن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبي ﷺ أخبرتها عن رسول الله ﷺ أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها -

অর্থাৎ নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ رضي الله عنها নবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি ﷺ তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে বিচার চাওয়া হল রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো (রক্তে মাংসে গড়) একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারের যদি ভুলবশত অন্য কোন মুসলিমের হক্ব তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা জাহান্নামের টুকরা। এখন সে তা (ইচ্ছা হলে) গ্রহণ করুক বা (ইচ্ছা হলে) ত্যাগ করুক। - সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/২৪৫৮, ২৬৮০,৬৯৬৭,৭১৬৯,৭১৮০, আধুনিক প্রকাশনী হা/২২৭৯, ই.ফা.বা. হা/ ২২৯৬।

উল্লেখিত সহীহ বুখারীর হাদীছ হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ। সাধারণ মানুষকে যে বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁকে সেই বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে সূরা হিজরের ২৮-৩৩ নাম্বার আয়াত হতে এবং সুরা ছোয়াদের ৭১ ও ৭৬ নাম্বার আয়াত হতে জানতে পারলাম যে, সকল মানুষ মাটির তৈরি। অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ।

শুধু সুরা হিজর ও সূরা ছোয়াদ নয় ইতোপূর্বে আমরা অসংখ্য আয়াত এবং সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি মানুষ। আর নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ হওয়াই স্বাভাবিক।

নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মাটির তৈরি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾

অর্থাৎ, আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর বীর্য থেকে, তারপর তোমাদের করেছেন জোড়া-জোড়া।

– সূরা আল-ফাত্বির: ১১।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির একটি ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে, অতঃপর তাদেরকে করেছি জোড়া জোড়া। এ বর্ণনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, মহান আল্লাহ মানুষকে প্রথমে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। তারপর পৃথিবীতে পাঠানোর মাধ্যমে হিসেবে এবং পরস্পর যেন পরিচিতি লাভ করতে পারে সে জন্য বীর্যের আকার ধারণ করে, পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এ মহান আল্লাহ ক্ষমতাশীল।

এ আয়াত হতে আরও প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ মানুষকে মাটি হতে তৈরি করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে অসংখ্য কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীছ হতে জানতে পেরেছি যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। যেহেতু নবীমুহাম্মদ ﷺ মানুষ, সেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি।

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করে পৃথিবীতে বীর্যের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন –

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۞ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾

অর্থাৎ আমিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না। ৫৮। তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? ৫৯। তোমরা কি তা সৃষ্ট কর? না আমি (আল্লাহ) তার স্রষ্টা।

– সূরা ওয়াক্বিয়াহঃ ৫৭-৫৯।

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো হতে বুঝা যায় মানুষ সৃষ্টির মাধ্যম হল বীর্য। আর নবী মুহাম্মদ ﷺ কে তার পিতা (আবদুল্লাহর) এবং মাতা (আমিনার) বীর্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

– সিরাতু ইবনু হিশাম, আর-রাহিকুল মাখতুম ৭৫ পৃষ্ঠা।

যেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ বীর্যের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছেন, সেহেতু তিনি মাটির তৈরি মানুষ। আর মাটির তৈরি মানুষ থেকেই তো মাটির তৈরি মানুষই আসে। আর এটাই মহান আল্লাহ তা'আলার বিধান।

মহান আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ সহ সকল মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন –

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾

অর্থাৎ তিনি তোমাদের সম্পকর্কে ভাল জানেন। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা ভ্রূণরূপে তোমাদের মাতার গর্ভে ছিলেন। অতএব, তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে কর না। তিনিই ভাল জানেন মুত্তাকী কে? – সূরা আন-নাজম : ৩২।

উপরে বর্ণিত আয়াত হতেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।

অতএব নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি মানুষ। আর এটাই পূর্ববর্তী 'আলেমগণের ঐক্যমত।

বিশ্ব নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে মহান আল্লাহ অনেক সম্মান দান করেছেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ দানকৃত সম্মানের উর্ধ্বে সম্মান দিতে চায়, তাহলে সেটা আসল সম্মান নয়। বরং এটা হবে তাঁর উপর বাড়াবাড়ি।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন –

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

অর্থাৎ (নাবী) মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কোন (সাবালক) পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

– সূরা আহযাবঃ ৪০।

উক্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে একটি সম্মান দিলেন। আর তা হল তিনি আল্লাহ প্রেরিত রসুল ﷺ এবং শেষ নাবী। আর সহীহ বুখারীর হাদীছে রসুল ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রসুল ﷺ। তোমরা আমাকে বল আল্লাহর বান্দা এবং রসুল ﷺ। অতএব নবী ﷺ কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিৎ নয় সুতরাং আমাদের সকলকে উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীছগুলোর প্রতি বিশ্বাস করে স্বীকার করা উচিৎ নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি মানুষ।

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন –

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين –

অর্থাৎ আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন এক ঘর নির্মাণ করল, ঘরটিকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন ঘরটির চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নবী ﷺ বললেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবী। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/৩৫৩৫, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩২৭১, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৮০, সহীহ মুসলিম হা/ ২২৮৬, মুসনাদে আহমাদ হা/ ৭৪৯০।।

উক্ত সহীহ বুখারীর হাদীছটিতেও নবী ﷺ-এর সম্মানের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নূরী ভাইয়েরা নবী মুহাম্মদ ﷺ কে সম্মান দিতে গিয়ে তাঁকে অপমানিত করছেন। (আউযু-বিল্লাহ)

নবী মুহাম্মদ ﷺ আরও বলেন, অন্যান্য নাবীদের তুলনায় আমাকে ছয়টি (৬) বিষয়ে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। (১) আমাকে জাওয়ামেউল কালিম (অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থ) প্রদান করা হয়েছে। (২) ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। অর্থাৎ শত্রুকুল আমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। (৩) আমার উম্মুতের জন্য গণীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (৪) সমস্ত পৃথিবীর মাটি পবিত্র এবং মাসজিদে পরিণত করা হয়েছে। (৫) আমাকে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার আগমনের মাধ্যমে নাবীগণের আবির্ভাব সমাপ্ত হয়েছে।

–সহীহ মুসলিম কিতাবুল মাসাজিদ অধ্যায় হা/১১৬৭।

উল্লেখিত হাদীছটিতেও নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং তাঁকে যেভাবে মর্যাদা করা দরকার ঠিক সেভাবেই করতে হবে। এতে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইতোপূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি যে, নবী ﷺ **বলেন, আমিই হব ক্বিয়ামত** দিবসে মানব জাতির নেতা বা সর্দার। **আমিই হব প্রথমে সুপারিশকারী এবং আমারই সুপারিশ** প্রথমে কবুল করা হবে। – **সহীহ আত-তিরমিযী মাদানী প্রকাশনী হা/ ৩১৪৮** ও ৩৬১৫, সূরা ইসরাঃ ৭১।

উক্ত হাদীছটিতেও নবী ﷺ-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং হাক্বপন্থী মুসলিমের জন্য উচিৎ হল, নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা।

ইতোপূর্বে যে জাতিই নাবী-রসুলগণদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। ইতোপূর্বে যে জাতিই নবী রসুলগণদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে। নবী মুহাম্মদ ﷺ কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে তিনি নিজেই নিষেধ করেছেন

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر ﷺ يقول على المنبر سمعت النبي ﷺ يقول لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله –

অর্থাৎ, ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি উমার ﷺ-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি (উমার) নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা, তাই তোমরা (আমাকে) বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল ﷺ। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/৩৪৪৫, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩১৯০, ই.ফা.বা. হা/ ৩১৯৯।

উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীছগুলোতে নবী ﷺ তাঁর নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া উক্ত হাদীছে নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা বা عبد। এ عبد শব্দটির উপর গবেষণা করলেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ। নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ পৃথিবীর সকল নবীও রসুলগণ মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। এ মর্মে নবী ﷺ বলেন,

عن أبي هريرة ﷺ قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا لسانك قال فيوسف نبي الله –

অর্থাৎ, আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসুল ﷺ। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে? নবী ﷺ বললেন, যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু, সে-ই অধিক সম্মানিত। সাহাবীগণ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ রসুল ﷺ! আমরা এ ধরণের কথা জিজ্ঞেস করিনি। নবী ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ ﷺ। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/৩৪৯০, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩২৩০, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৪০।

উক্ত হাদীছে ইউসুফ ﷺকে সকল মানুষের মধ্যে সম্মানিত বলার কারণ হল– তিনি নিজে নবীতাঁর পিতা (ইয়াকুব) নাবী, তাঁর দুই দাদা (ইসমাঈল ও ইসহাক) নাবী, তাঁর দাদাদের পিতা (ইবরাহীম) নাবী।

সুতরাং ঐ দৃষ্টি কোন থেকে তাঁকে সকল মানুষের মধ্যে সম্মানিত বলা হয়েছে। এ হাদীছ হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। কেননা এ হাদীছে ইউসুফ ﵇-কে মানুষ বলা হয়েছে। আর ইউসুফ ﵇ এর জন্ম সূত্রের ধারা ইবরাহীম ﵇ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। এভাবে আবার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্ম সূত্র ও ইবরাহিম ﵇ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। –এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, সহীহ বুখারী ও আর-রাহীক্বুল মাখতুম হতে।

আবার ইবরাহীম ﵇-এর জন্ম সূত্রের ধারা উপরের দিকে আসতে আসতে নূহ ﵇-কে নিয়ে আদম ﵇ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। আমরা ইতোপূর্বের আলোচনায় জানতে পেরেছি যে, আদম ﵇ মাটির তৈরি। অতএব তাঁর সুযোগ্য সন্তান নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরি মানুষ।

নূরী ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, নবী ﷺ-এর সাধারণ বস্তুর মত ছায়া হতো না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নূরের তৈরি। কারণ নূর বা জ্যোতির ছায়া হয় না। নূরী ভাইদের পূর্বসূরী আলেমগণ এ ধরনের কোন কথা বলেছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে বর্তমান যুগের অনেক নামধারী "আলেমকে এবং সাধারণ মানুষকে এ যুক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত করতে দেখা যায়। যারা এ যুক্তি পেশ করে আনন্দ এবং গর্ববোধ করে, তাদের প্রশ্ন করা ভাল হবে যে, ভাই আপনি কি নবী মুহাম্মদ ﷺ কে কখনো দেখেছেন? স্বাভাবিকই উত্তর আসবে, না। এখন সে যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, নবী ﷺ মাটির তৈরি এবং তাঁর ছায়া ছিল, আপনি কি দেখেছেন?

এবার আপনি উত্তর দিবেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেনি সত্য। তবে আমাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এবং সহীহ হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং আমরা ঐ বর্ণনা হতে জানতে পারি যে, মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি এবং তাঁর ছায়া ও ছিল। আপনি এবার নূরী ভাইদেরকে জিজ্ঞেস, করুন নবী ﷺ নূরের তৈরি এবং তাঁর ছায়া ছিল না এ মর্মে ছহীহ দলীল পেশ করুন? দেখবেন এতেও তারা ব্যর্থ হবে। আপনি তাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করুন, নবী ﷺ এর ছায়া ছিল কি ছিল না,

আপনি কি করে জানলেন? অর্থাৎ আপনাদের কথা গ্রহণীয় নয়। এ বিষয়ে যাদের কথা গ্রহণীয় তাঁরা হলেন, সম্মানিত সহাবায়ে কিরাম ﵃, যারা নারী মুহাম্মদ ﷺ-কে দেখেছেন এবং তার সাথে সর্বদা থেকেছেন। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ছায়া ছিল, এ মর্মে মা আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ হতে একটি সহীহ হাদীছ পেশ করা হলো –

আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন এক সময় আল্লাহর রসুল ﷺ এক সফরে ছিলেন, সাথে ছিলেন, সাফিয়্যাহ এবং যায়নব ﵂ নিজেদের উট হারিয়ে ফেললেন। যায়নব ﵂এর কাছে ছিল অতিরিক্ত উট। তাই নবী ﷺ যয়নব ﵂কে বললেন, সাফিয়্যার উট নিখোঁজ হয়ে গেছে। যদি তুমি তাঁকে তোমার একটি উট দিয়ে সাহায্য করতে তো ভাল হত! উত্তরে যয়নব ﵂ বললেন, হুঁ! আমি ঐ ইহুদির বাঁচ্চাকে উট দেব! (অর্থাৎ তিনি উট দিতে অস্বীকার করেন এবং সাফিয়্যাকে ইহুদির মেয়ে বলে কটুক্তি করলেন। কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী ছিলেন এবং তাঁর পিতা ছিল ইহুদী।) এ উক্তির কারণে নবী ﷺ যায়নব ﵂ এর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন। জিলহজ্জ এবং মুহাররম দুই কিংবা তিন মাস ধরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকেন। যায়নব ﵂ বলেন, আমি নিরাশ হয়ে গেলাম, এমনকি শয়নের খাট ও সরিয়ে নেই। (অর্থাৎ ঘোম পর্যন্ত আসে না।) এমনকি এক সময় দিনের শেষার্ধে, নিজেকে রসুলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়ার মধ্যে পাই। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

– মুসনাদে আহমাদ ৬/১৬৪-১৮২, আত্বতাবাক্বাত আল-কুবরা ৮/১০০ সনদ সহীহ।

আরবী শব্দগুলো এরূপ –

إذا أنا بظل رسول الله ﷺ

তাহক্বীক্বঃ আহমাদ শাকীর হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। আমিও হাদীছটি সহীহ আখ্যায়িত করেছি। হাদীসের সকল রাবীহ মজবুত বা শক্তিশালী। তাছাড়া বুখারী ও মুসলিমে অনুরূপ শব্দে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর রসুল ﷺ-এর স্ত্রী যায়নব ؓ রসুলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়া দেখতে পান। এখন আপনারাই বলুন, আমরা আপনাদের কথা গ্রহণ করব, না নবী ﷺ এর স্ত্রী যয়নব ؓ-এর কথা গ্রহণ করব? বর্ণনাটি স্পষ্ট, তবে পাঠক ভাইদের উদ্দেশ্যে একটু উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেয়া ভাল মনে করছি। রসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী যয়নব ؓ-এর ঘটনাটি আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি, নিজেদের ছোট খাট ঘটনাবলীর মাধ্যমে। যেমন অনেক সময় মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে।

কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তা করে। এ সময় কেউ পার্শ্বে চলে এলেও টের পাওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যদি রোদের মধ্যে বসে থাকে আর হঠাৎ ছায়া হয়ে যায় অথবা কোন কিছু তাকে স্পর্শ করে। তাহলে অন্যমনস্কতা ভেঙ্গে যায়। চমকে উঠে এবং এদিক ওদিক তাকায়। বেখেয়াল অবস্থায় হঠাৎ ছায়া দেখতে পেয়ে উপরে তাকাল। দেখেন সেটা নবী ﷺ এর ছায়া এবং তিনি নবী ﷺ-এর দিকে এগিয়ে আসেন। যায়নব ؓ আনন্দ বোধ করেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ছায়া ছিল না-এর প্রমাণে আবার কেউ কেউ বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাপ যমীনে পতিত হতো না। না সূর্যের আলোতে আর না চাঁদের কিরণে তাঁর ছাপ দেখা যেত, বরং তাঁর নূর সূর্য ও প্রদীপের আলোকে ঢেকে ফেলত।

আসরে মানুষ যদি ইসলামের মূল প্রমাণ অর্থাৎ কোরআন ও সহীহ হাদীছের অধ্যায়ন ছেড়ে বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী তথা বাজারে প্রচলিত দলীল প্রমাণহীন বাজে বই পুস্তকের আশ্রয় নেয় এবং সেগুলোকে শরীয়তের (কোরআন ও সহীহ হাদীছের) দলীল প্রমাণ মনে করে বসে। তাহলে এরকম ভ্রান্ত যুক্তির উদ্ভব হওরা স্বাভাবিক। কিন্তু পাঠক ভাইদের জ্ঞাতার্থে বলে দেয়া ভাল মনে করছি যে, শুধু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে অসংখ্য সহীহ হাদীছ আছে যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ স্বয়ং অনেক ক্ষেত্রে ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন কিংবা তাঁকে ছায়া করা হয়েছে। এরকম নয় যে তাঁর নূর, সূর্য বা প্রদীপের আলোকে ঢেকে ফেলত আর তাঁকে ছায়া করা যেত না। পাঠকদের সুবিধার্থে সহীহ বুখারী বর্ণিত দু'টি সহীহ হাদীছ তুলে ধরা হলো –

হাদীছ নং-১। হিজরতের লম্বা হাদীছে বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারী বলেন,

نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ﷺ صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ﷺ يحيي أبا بكر حتي أصابت الشمس رسول الله ﷺ فأقبل أبو بكر حيت ظل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ﷺ عند ذلك فلبث رسول الله ﷺ

অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ ﷺ বানু আমর বিন আউফ গোত্রে রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে অবতরণ করেন। আবু বকর ﷺ লোকদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর রসুলুল্লাহ ﷺ চুপ-চাপ বসে থাকেন। ইতোপূর্বে আনসারদের মধ্যে যারা রসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেনি তারা আবু বকর ﷺ-কে (ভুলবশতঃ নবীমনে করে) সালাম করতে থাকে। তারপর যখন আল্লাহর রসুল ﷺ-এয় উপর রোদ পরে, তখন আবু বকর ﷺ এসে নিজের চাদর দিয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ-কে ছায়া করে দেন। এ কারণে মানুষেরা রসুলুল্লাহ ﷺ কে চিনতে পারে। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/ ৩৯০৬, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩৬১৮, ই.ফা.বা. হা/ ৩৬২২।

হাদীছ নং-২।

وعن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاة فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق بسيفه فتفرق الناس في الشجرة يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله ﷺ فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله ﷺ –

অর্থাৎ, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যোগদান করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচন্ড গরম লাগলে রসুলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে

অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর তরবারি খানা (গাছে) লটকিয়ে রাখেন সাহাবীগণ ﷺ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকলেন আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি ﷺ বললেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। এতে আমি জেগে গিয়ে দেখলাম, সে খোলা তরবারি হাতে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, হে মুহাম্মদ ﷺ! এখন তোমাকে আমার (হাত) থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এতে সে (গ্রাম্য আরব লোকটি) তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়ে। (নবী মুহাম্মদ ﷺ বললেন, এই সেই লোক। বর্ণনাকারী জাবির ﷺ বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (গ্রাম) আরব লোকটি কোন শাস্তি দিলেন না। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৪র্থ খণ্ড হা/৪১৩৯, আধুনিক প্রকা: হা/৩৮২৭, ই.ফা.বা. হা/ ৩৮৩০।

উক্ত হাদীছ দু'টি হতে আরও বুঝা যায় নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরি ছিলেন না। বরং মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন। যার কারণে নবী ﷺ ক্লান্ত হলে ও রোদের তাপ লাগলে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিতেন। তাছাড়া এ সমস্ত নূরী ভাইদের গজল এবং ওয়াজ মাহফিলে হয়তো যা অনেকে শুনে থাকবেন। গাওয়া হয় এবং বলা হয় নাবীজী ﷺ যখন বাল্যকালে ছাগল চরাতেন, তখন মেঘ এসে তাঁকে ছায়া করত। তাদের দাবী এক রকম আর আলোচনা এক রকম? প্রত্যেক বস্তু মাত্রই ছায়া আছে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু পাওয়া যাবে না যার ছায়া নেই।

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন —

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾

অর্থাৎ তারা কি লক্ষ করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে বিনীতভাবে আল্লাহর প্রতি সেজদাবনত হয়।

– সূরা আন-নাহল : ৪৮।

এ মর্মে মহান আল্লাহ আরও বলেন –

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

অর্থাৎ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহকে সেজদা করে এবং তাদের ছায়াগুলো ও সকাল সন্ধায় সেজদা করে। – সূরা আর-রাদ : ১৫।

উপরে বর্ণিত আয়াত দু'টিতে বলা হয়েছে যে, আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে, যত বস্তু আছে, সব ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মহান আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করে। তবে জড় পদার্থের সেজদা এবং মানুষের সেজদার মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষ মাথা নত করে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা করে। কিন্তু গাছ-পালা এবং গাছ-পালার ছায়া কিভাবে সেজদা করে, তার বিবরণ বর্ণিত আয়াত দু'টিতে আসেনি। মোট কথা প্রত্যেক বস্তু ও তার ছায়া মহান আল্লাহকে সেজদা করে। এখন নুরী ভাইদের নিকট প্রশ্ন, নবী মুহাম্মদ ﷺ কি আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু সমূহের অন্ত ভুর্ক্ত নাকি অন্তর্ভুক্ত নন। যদি তার অন্তভুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সৃষ্টি কুলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অবশ্যই নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ছায়া ছিল। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই এবং তাদের ছায়াগুলো ও ইচছ অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহকে সেজদা করে।

নবী মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে সূরা কাহাফের ১১০ নাম্বার আয়াতে কারিমায় আলোচনা করেছি।

উল্লিখিত আয়াতটিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মতই একজন মানুষ। তাছাড়া মানুষের দেহের মধ্যে যা কিছু আছে, ঠিক তদ্রূপ তাঁর দেহের মধ্যে ও সে সবকিছু বিদ্ধমান রয়েছে। এ বিষয়ে সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে শতাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে সহীহ বুখারী হতে কয়েকটি সহীহ হাদীছ উপস্থাপন, করা হলো –

হাদীছ-১

عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضى الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فجعله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي ولا شبيه بعلي وعلي يضحك -

অর্থাৎ, উকবা ইবনু হারিস ﵁ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর ﵁ বাদ আসরের সালাত (নামাজ) শেষে বের হয়ে চলতে লাগলেন। হাসান ইবনু আলী ﵁-কে (ছোট) ছেলেদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। তখন তিনি (আবু বাকর) তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতা নবী ﷺ-এর জন্য কোরবান হোক! এ (হাসান ইবনু আলী) তো নয়। তখন আলী ﵁ হাঁসছিলেন। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৪২, আধুনিক প্রকা: হা/৩২৭৮, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৮৭।

হাদীছ-২

وعن أبي جحيفة ﵁ قال رأيت النبي ﷺ وكان الحسن يشبهه -

অর্থাৎ, আবু জুহাইফাহ ﵁ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে দেখেছি। আর হাসান ইবনু 'আলী ﵁ তাঁরই সাদৃশ্য।

– সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৪৩, আধুনিক প্রকা: হা/৩২৭৯, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৮৮।

উল্লিখিত হাদীছ দুটি হতে বুঝা যায় যে, নবী ﷺ একজন মানুষ। কেননা হাসান ﵁ মানুষ। আর মুহাম্মদ ﷺ এর চেহারা হাসানের মতই সাদৃশ্য, আর উক্ত হাদীছ দু'টিতে মুহাম্মদ ﷺ-এর দেহের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। এতেও প্রমাণিত হয় নবী ﷺ আমাদের মতই মানুষ।

হাদীছ নং-৩।

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي ﷺ قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا ءادم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر

سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب –

অর্থাৎ রাবী' আহ ইবনু আবু 'আবু 'আবদুর রহমান ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বরেন, আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-কে নবী ﷺ-এর বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন, বেশি লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণের ও নয়। মাথার চুল কোঁকড়ানো ও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তার উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রথম দশ বছর মাক্কায় অবস্থানকালে ওয়াহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। অতঃপর দশ বছর মাদীনায় কাটান। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর মাথাও দাঁড়িয়ে বিশটি সাদা চুল ও ছিল না। (অর্থাৎ তখন তাঁর সকল চুল এবং দাঁড়ি কালো ছিল।) রাবী'আহ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর একটি চুল দেখেছি তা লাল রং-এর ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলে বলা হল যে, সুগন্ধি লাগানোর কারণে তা লাল হয়েছিল। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৪৭, আধুনিক প্রকা: হা/৩২৮৩, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৯২, সহীহ মুসলিম হা/ ২৩৪৭।

হাদীছ নং-৪।

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالأدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشرسنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء –

যে তিন বছর রসুলুল্লাহ ﷺ শিয়াবে আবু তালিবে অবস্থান করেছিলেন, উক্ত তিন বছর ওয়াহী নাযিল হয়নি। সে কারণে সাহাবীগণ ﷺ উক্ত তিন বছর বাদে বাকী দশ বছরকে ওয়াহীর বছর ধরেন।

* রসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর একটি চুল কানো সাহাবীর ﷺ কাছে সংরক্ষিত ছিল। ঐ চুলটিই রাবী'আহ ﷺ দেখেছিলেন।

অর্থাৎ আনাস ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বেশি লম্বাও ছিলেন না এবং বেশি বেঁটেও ছিলেন না। ধবধবে সাদা ও ছিলেন না, আবার তামাটে রং-এরও ছিলেন না। কেশগুচ্ছ (চুলগুলো) একেবারে কুঞ্চিত ছিল না, পুরোপুরি সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাত পান। তাঁর নবুওয়্যাত সময়ের প্রথম দশ বছর মক্কায় এবং পরের দশ বছর মাদীনায় কাটান। তাঁর মৃত্যুকালে মাথা এবং দাঁড়িয়ে বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

হাদীছ নং-৫।

وعن أبي جحيفة السوابي قال رأيت النبي ﷺ ورأيت بياضا من تحت شفته السفلي العنفقة –

অর্থাৎ আবু জুহাইফাই ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি **আল্লাহর নবী ﷺ কে দেখেছি আর তাঁর** নাচে ঠোঁটের নিম্নভাগে দাঁড়িতে **সামান্য সাদা চুল দেখেছি। – সহীহ বুখারী** তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৪৫, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩২৮১, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৯০, সহীহ মুসলিম হা/ ২৩৪২।

হাদীছ ঃ নং-৬।

وعن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي ﷺ قال أرأيت النبي ﷺ كان شيخا قال كان في عنقته شعرات بيض –

হারীয ইবনু উসমান ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু বুসরা ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নবী ﷺ কে দেখেছেন যে, তিনি কি বৃদ্ধ ছিলেন? তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, নবী ﷺ-এর (ঠোটের) নীচের দাঁড়িয়ে কয়েকটি (মাত্র) চুল সাদা ছিল। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৪৬, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩২৮২, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৯১।

হাদীছ নং-৭ ।

وعن البراء بن عازب ﷺ قال كان النبي ﷺ مربوعا **بيعد ما بين المنكبين له** شجر يبلغ شحمه أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن **منه قال يوسف بن** أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه -

অর্থাৎ, বারাআ ইবনু আযিব ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, **নবী** ﷺ মাঝারি গড়নের ছিলেন, তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্থ ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি। ইউসুফ ইবনু আবু ইসহাক তাঁর পিতা হতে হাদীছ বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ-এর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। - **সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৫১, আধুনিক প্রকা: হা/৩২৮৭, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৯৬।**

হাদীছ নং-৮ ।

وعن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة زقلم الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك -

অর্থাৎ, হাকাম ﷺ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আবু জুহাইফাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ দুপুর বেলায় বাতহার দিকে বেরোলেন। সে স্থানে উযূ করে যুহ্‌রের দু' রাকা'আত এবং 'আসরের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা পোঁতা ছিল। বর্শার বাহির দিয়ে মহিলাগন যাতায়াত করছিল। সলাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী ﷺ-এর দু'হাত ধরে তাঁরা নিজেদের মাথা এবং মুখগুলে বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী

ﷺ-এর হাত ধরে আমার মুখমণ্ডলে বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত বরফের থেকেও স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর থেকেও বেশি সুগন্ধিময় ছিল। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৫৩, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩২৮৯, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৯৮।

হাদীছ নং-৯।

وعن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي ﷺ مثل السيف قال لا بل مثل القمر –

অর্থাৎ আবু ইসহাক্ব তাবিঈ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হল, নবী ﷺ-এর চেহারা কি তলোয়ারের মত ছিল? তিনি বললেন না, বরং চাঁদের মত ছিল। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/ ৩৫৫২, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩২৮৮, ই.ফা.বা. হা/ ৩২৯৭। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে লেখক রচিত " সহীহ হাদীছের আলোকে গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান" বইটি দেখুন।

হাদীছ নং-১০।

عن عبد الله بن [illegible] أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله ﷺ وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه –

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার পিতা কাব' ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসুল ﷺ-কে সালাম করলাম, খুশী এবং আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনিই আনন্দে টগবগ করত। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর মুখমণ্ডলের এ অবস্থা হতে আমরা তা বুঝতে পারতাম। – সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবঃ ৩য় খণ্ড হা/৩২৫৫৬, আধুনিক প্রকাঃ হা/৩৩০২, ই.ফা.বা. হা/ ৩৩১০।

উপরে বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীছগুলো হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, **নবীমুহাম্মদ** ﷺ-এর চেহারা বা মুখ মন্ডল, নাক কান, চোখ, ত্বক, হাত, **পা, মাথা** চুল, দাঁড়ি ইত্যাদি সকল কিছুই রয়েছে। যা একজন সাধারণ **মানুষের** রয়েছে। – এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড **তাওহীদ** পাব: এর হাদীস নং ৩৪৮৯ হতে ৩৬৪৮ পর্যন্ত মোট ২৮ পৃষ্ঠা যার নং ৪৬৫ হতে ৫২৫ পর্যন্ত।

একজন সাধারণ মানুষের মাঝে রয়েছে, মাথা, চুল, চোখ, কান ত্বক, চেহারা বা মুখমণ্ডল, দাঁড়ি, হাত, পা, পেট পিঠ ইত্যাদি অঙ্গ পত্যঙ্গ।

ঠিক তদ্রুপ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝেও এ সকল অঙ্গগুলো ছিল, যা আমরা ইতোপূর্বে সহীহ হাদীছ দ্বারা আলোচনা করেছি।

অতএব উক্ত আলোচনাগুলো হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ ছিলেন। ইতোপূর্বে আমরা সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, মানুষ মাত্রই মাটির তৈরি। সুতরাং যেহেতু নবী মুহাম্মদ ﷺ মানুষ, সেহেতু তিনি মাটির তৈরি। এ কথাই ঠিক। ইমাম আবু হানীফাসহ চার ইমাম প্রত্যেকেই নবী মুহাম্মদ ﷺ কে মাটির তৈরি মানুষ হিসেবেই জানতেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন, এ মর্মে আরও একটি সহীহ হাদীছ পেশ করা হল –

عن أبي اسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير –

অর্থাৎ আবু ইসহাক হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলে আমি বারাআ ﷺ কে বলতে শুনেছি। (বারাআ) বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ এর চেহারা ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বা ও ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না।

– সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব: ৩য় খণ্ড হা/৩৫৪৯, সহীহ মুসলিম হা/ ২৩৩৭, মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৫৮২।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন –

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾

অর্থাৎ আর স্বরণ করুন যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সেজদা করল। সে (ইবলীস) বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। – সূরা বণী ইসরাঈল : ৬১।

উল্লেখিত সহীহ বুখারী এবং মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বারাআ ؓ বলেন, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলেন, নবীমুহাম্মদ ﷺ। এতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ। এতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ।

কেননা উক্ত হাদীছে বারাআ ؓ স্পষ্ট বললেন, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ মুহাম্মদ ﷺ আর পরবর্তী আয়াতটিতে বলা হয়েছে, সকল মানুষের আদি পিতা আদম ؑ মাটির তৈরি। ইতোপূর্বের আলোচিত সহীহ বুখারী বর্ণিত মে'রাজের হাদীছে বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ আদম ؑ-এর সন্তান। সুতরাং যেহেতু পিতা মাটির তৈরি, সেহেতু সন্তান মুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরি।

তাছাড়াও আমাদের থেকে সাহাবাগণ ؓ নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বেশি জানেন। কেননা তারা তাঁকে দেখেছেন, তার সাথে থেকেছেন, তাঁর সাথে চলা ফিরা করেছেন, তাঁর সাথে খাদ্য খেয়েছেন, তাঁর সাথে একত্রে সলাম পড়েছেন ইত্যাদি।

সুতরাং আমরা কি আপনাদের (নুরীভাইদের) কথা মেনে নেব না সাহাবাগণ ؓ-এর কথা মেনে নেব? আমরা অবশ্যই সাহাবগণ ؓ-এর কথা নিঃশর্তে মেনে নেব। কেননা নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে সাহাবগণ ؓ মিথ্যা কথা কখনোই বলবেন না। তাঁরা আমাদের থেকে অনেক বেশি তাক্বওয়াশীল। তাঁদের জামানাতেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন পবিত্র কোরআনে কয়েক জায়গায় সম্মানসূচক বাণী উল্লেখ করেছেন। – সূরা বাইয়্যেনাহ: ৮।

নবী মুহাম্মদ ﷺ যে মাটির তৈরি মানুষ এ বিষয়ে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এবং শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) সহ পৃথিবীর সকল মুহাদ্দিসগণ একমত। এ কারণেই তো তারা স্ব-স্ব বিশ্ববিখ্যাত হাদীছগ্রন্থগুলোতে এ সংক্রান্ত হাদীছ পেশ করেছেন এবং আলবাণী (রহ.) সিলসিলা সহীহাহ হাদীছ গ্রন্থে সহীহ হাদীছ পেশ করে আলোচনা করেছেন।

সুতরাং আমরা কি কিছু সংখ্যক ভন্ড পীরদের মিথ্যা বানোয়াট কথাকে গ্রহণ করব? অবশ্যই না। কেননা পবিত্র কুরআনুল কারিমে এবং সহীহ হাদীছে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ একজন মানুষ। আর মানুষ মাত্রই মাটির তৈরি অতএব নবীমুহাম্মদ ﷺ ও মাটির তৈরি মানুষ।

– এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আমাদের দেশের এক ধরনে অন্ধ আলেমগণও নবী ﷺ কে নূরের তৈরি ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাতেও তারা চুপ থাকেনি। তারা আরও বলে বেড়ায় নবী ﷺ নূরের তৈরি তাঁর ছেলে মেয়েরাও নুরের তৈরি। (নাউযু বিল্লাহ)। যদি বিষয়টি এমনই হতো তাহলে তো নূরদের বিবাহ শাদী হয় না। অথচ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দু'মেয়ের বিবাহ হয়েছে উসমান رضي الله عنه এর সাথে। ছোট মেয়ে ফাতিমার বিবাহ হয়েছে আলী رضي الله عنه-এর সাথে।

– কুতুবে সিত্তাহ সহ আর-রাহীকুল মাখতুম।

নূরের নবী ﷺ আক্বীদার কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক

১। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে মানুষকেই নবীবা রসুল করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। উল্লেখিত আক্বীদার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সেই সুন্দর নিয়মে হস্তক্ষেপ করা হয়।

২। নবীমুহাম্মদ ﷺ-এর অসংখ্য সৎ গুণাবলীকে হেয় নজরে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়। কারণ তিনি নূরের বলে এসব সম্ভব হয়েছে, মানুষ হলে অসম্ভব ছিল।

৩। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরি বলার মাধ্যমে, তাঁর যে মর্যাদা রয়েছে, তা অসম্মান করা হয়। কেননা মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত, আর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন, নবী মুহাম্মদ ﷺ।

৪। খৃস্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে যে অপরাধ করেছে, মুসলমান নামধারী এ দলটি তার চাইতে ভয়ানক এবং জঘন্য কথা বলেছে। কেননা তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর নূর থেকে তৈরি বিশ্বাস করার মাধ্যমে, তাঁকে আল্লাহর অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এজন্যই তাদের জনৈক কবি বলেছে –

وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر

اتر پڑا ھی مدینہ می مصطفی ہو کر

অর্থাৎ তিনিই যিনি আরশে ছিলেন রব হয়ে, নেমে এলেন মাদীনায় মুস্তফা ﷺ হয়ে। তাই এ বিশ্বাস স্থাপনে খৃস্টানী এবং ইসলামী আক্বীদাহ এক হয়ে যায় এবং মুসলিম-মুশরিকে পরিণত হয়।

৫। আল্লাহর নূরে নবী পয়দা,

নবীর নূরে সাড়া জাহান পয়দা।

এ কথাগুলো সমাজে প্রচার করার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভক্তি করছে। অথচ উক্ত কথাগুলো সঠিক নয়। বরং উল্লেখিত কথাগুলো শিরক।

৬। উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ, যেমন সহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীরগণ (রহ.) এবং আইম্মাহগণ যে বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্ক করার প্রয়োজন মনে করেননি এমন এক বিষয়ের অবতারনা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়।

৭। রসুলুল্লাহ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলার মাধ্যমে বিদআতিরা তাদের স্বার্থ আদায় করতে চায়।

৮। নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী এ বিশ্বাসের রেশ ধরেই পীর পন্থীগন্ধ জন-সাধারণকে ধোকার ফেলে এবং বলে অলীরা কররেও জীবিত। কারণ তারা নাকি নাবীগণের উত্তরাধিকারী। আর জীবিত প্রমাণ হলেই তাদের রাস্তা সাফ। এবার মুরীদগণকে বুঝানো হবে বাবারা শোন,

মৃত্যুর পরেও আমরা জীবিত থাকি, তাই আমাদের কবর-দরগাহে এসে নজর-মান্নত কর, বাবাকে খুশি কর, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য সুপারিশ করিব।

৯। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলার পর বলে আল্লাহই মুহাম্মদ, মুহাম্মদই আল্লাহ। যেমন- তারা প্রায়ই বলে থাকে, মুহাম্মদ নাম তোমার আল্লাহ আল্লাহ। বিদ'আতী এবং মুশরিকগণ মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহ, আবার মহান আল্লাহকে মুহাম্মদ বলে শিরিক করছে। অথচ নবী মুহাম্মদ ﷺ হলেন, আল্লাহ্র বান্দা এবং রসুল। যা আমরা ইতোপূর্বে সহীহ দলীল দ্বারা আলোচনা করেছি। -বুখারী তাও: পা:হা: ৩৪৪৫।

১০। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির সারি থেকে বের করে দিচ্ছে। কারণ মানুষ মটির তৈরী এবং তাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জাতি বলা হয়েছে। কিন্তু নূরের তৈরী কোন জাতি বা কোন ব্যক্তিকে আশরাফূর মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা জাতি বলা হয়নি ।

১১। নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী এ বিশ্বাস স্থাপনে জরুরী হয়ে যায় আর এক বিশ্বসের তা হল, নবী ﷺ কবরে পৃথিবীর জীবনের মত জীবিত। কারণ, যেমন আল্লাহ চিরঞ্জবী তাঁর মৃত্যু নেই, তেমন তাঁর নূরের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এরও কোন মৃত্যু নেই।

১২। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলাতে পবিত্র কোরআনুল কারিমের কতগুলো আয়াত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ কতগুলো সহীহ হাদীছকে অস্বীকার করা হয়।

১৩। যে সমস্ত আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তা' আলা নবীমুহাম্মদ ﷺ-কে বাশার, ইনসান, নাস বা মানুষ বলেছেন এবং যে সমস্ত সহীহ হাদীসের নাবীজি ﷺ নিজেকে বাশার ইনসান, নাস, বা মানুষ বলেছেন, সেগুলোকে অস্বীকার করা হয এবং সেগুলোর অপব্যাখ্যা করা হয়।

১৪। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের তৈরী বলার মাধ্যমে পীর পন্থীগণ, তাদের মুরিদগণের কাছে অতি সম্মানের ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িভ হয়।

১৫। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরের ভৈরী বলে সমাজে ভণ্ড-পীরেরা তাদের মার্কেট টিকিয়ে রাখছে।

১৬। নবী মুহাম্মদ ﷺ নূরের তৈরী বলে, অমুসলিদের নবী ﷺ-এর উপর ঈমান না আনার বাহানা করার দরজা খোলে দেয়া হয়। কারণ তারা বলার সুযোগ পায় যে, নবীমুহাম্মদ ﷺ আমাদের মতই মাটির তৈরী মানুষ নয়। যদি তিনি আমাদের মতই মাটির তৈরী মানুষ হতেন, তাহলে আমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করতাম।

১৭। রসুলুল্লাহ ﷺ-কে বেশি সম্মান দিতে গিয়ে তাঁকে আপমানিত করা হয়। সে দিকে বিদ'আতিগণ মোটেই খেয়াল রাখে না।

১৮। মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ ﷺ নূরের তৈরী, তিনি আমাদের মতই মানুষ নন। এসব কথা তারা প্রকাশ্যে জন-সমাজে বলে বেড়ায়। মুখে যা আসে তাই তারা বলে বেড়ায়। কিন্তু একবার চিন্তা-তাবনা করেনা। আমরা যা বলছি, এ জন্য তো আমাদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদেহী করতে হবে।

উপরে ১৮টি পয়েন্ট হতে আমরা জানতে পারলাম নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নূরে তৈরী বলার ক্ষতিকারক দিকগুলো কি। আমাদের উচিৎ পূর্বে বর্ণিত কুরআন এবং সহীহ হাদীছগুলোর প্রতি ঈমান না। আর এটাই হক্বপন্থী একজন মুসলিমের কাজ বা কর্তব্য।

বিদ'আতিগণ বাশার শব্দের অপব্যাখ্যায় বলে থাকে, আমাদের মতই মানুষ বলেছেন। কিন্তু তিনি কি আমাদের সকলের মত নাকি? আমরা হচ্ছি কালো, কিন্তু তিনি ছিলেন, সাদা এবং সুন্দর। এ ধরনের কত যে যুক্তি তারা উপস্থাপন করে .... কিন্তু আল্লাহ সুরা কাহ্ফের ১১০ নাম্বার আয়াত, সুরা হা-মীম সেজদার ৬ নাম্বার আয়াত দ্বারা, সাদা নাকি কালো, বা এ ধরনের কোন যুক্তির কথা বলেননি। বরং তিনি এটাই বলেছেন যে, আমরা যেমন-রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, তেমনি নবী মুহাম্মদ ﷺও রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ।

এটাই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং এটাই সঠিক। পরিশেষে আমাদের সমাপ্তির দু'আ হোক।

সমাপ্তি দু'আ

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك

وأتوب إليك –

গ্রন্থপঞ্জী

১। আল-কোরআনুল কারীম দাওয়াতুল কোরআন আল মদীনা।

২। সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স – ঢাকা।

৩। সহীহ বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী-ঢাকা।

৪। সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাইন্ডেশ – ঢাকা।

৫। সহীহ মুসলিম, হাদীছ একাডেমী – ঢাকা।

৬। সহীহ আত-তিরমিযী, মাদানী প্রকাশনী – ঢাকা।

৭। সহীহ আবু দাউদ। ৮। সিলসিলা সহীহাহ।

৯। সহীহ আদাবুল মুফরাদ –

১০। জুযউ রফউল ইয়াদাইন - তাওহীদ পাবরিকেশন্স।

১১। মিশকাত আহলে হাদীছ লাইব্রেরী, ঢাকা।

১২। সহীহ ইবনু মাজাহ। ১৩। আয-যিলাল।

১৪। তাখরীজুত তাহাবীয়াহ। ১৫। মুসনাদে আহমাদ।

১৬। আত-ত্বাবাকাত আল-কুবরা।

১৭। আর রাহীকুল মাখতুম, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

১৮। সিরাতে ইবনু হিশাম।

১৯। মা'আরিফুল কোরআন, বাংলা অনুবাদ মাও মুহিদ্দীন খাঁন।

২০। আল বাহরুল মুহীত ফিত-তাফসীর।

২১। আদ-দারেমী। ২২। আল-মুফরাদ রাগীব। ২৩। গাইয়াতুল মারাম।

২৪। তাফসীরে রূহল মা'আনী। ২৫। ফাতাওয়া শাইখ বিন বা'য।

২৬। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

২৭। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, তাওহীদ পাবলিকেশন্স। ২৮। বাযযার।

২৯। তাফসীর ইবনু কাসীর, মাদানী প্রকাশনী – ঢাকা।

৩০। শারহুন নব্বী সহীহ মুসলিম।

৩১। আল-ক্বমুসুল ওয়াজীয, রিয়াদ প্রকাশনী – ঢাকা।

৩২। আলক্বামুস আল-মুহীত। ৩৩। আল মু'জাত আল ওয়াসীত।

৩৪। জীবনী ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, আলীমুদ্দীন একাডেমী- ঢাকা।

৩৫। আহলে হাদীছ এবং আহলে রায়দের মধ্যে পার্থক্য, কামরুল হাসান রচিত।

৩৬। আহলে হাদীছ কি ও কেন? হাদীছ ফাউন্ডেশন। ৩৭। মুস্ত াদরাকে হাকেম।

৩৮। শারফু আছহাবিল হাদীছ, রিপন প্রেস, লাহোর।

৩৯। মুসলিম কি মাযহাব মানতে বাধ্য, তবে কেন? কামরুল হাসান রচিত।
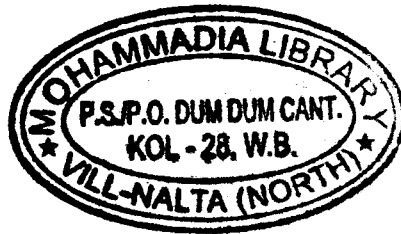
লেখক (কামরুল হাসান) রচিত অন্যান্য বইসমূহ:

১. কুরআন ও ছহীহ্ হাদীসের আলোকে রসূলুলাহ (স) মাটির তৈরী মানুষ
২. ছহীহ্ হাদীসের আলোকে রফ'উল ইয়াদাইন (তাহক্বীক্ব ও তাখরীজকৃত)
৩. ছহীহ্ হাদীসের আলোকে সলাতে নারী-পুরুষের বুকে হাত বাঁধা
৪. আপনি কিভাবে নামায আদায় করবেন?
৫. আকীদাতু আস্-হাবির রসূল (স)
৬. হাক্বের দাওয়াত দিতে গিয়ে যাঁরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ
৭. কুরআন ও ছহীহ্ হাদীসের আলোকে ইসলামের ১০০ মনীষীর জিবনী
৮. যে গল্পে জ্ঞান বাড়ে
৯. যে গল্পে অশ্রু ঝরে
১০. যে গল্পে ঈমান বাড়ে
১১. যে গল্পে হৃদয় গলে
১২. যে দু'আয় আমল বাড়ে
১৩. ছহীহ্ হাদীসের আলোকে "দাজ্জালের আবির্ভাব"
১৪. ছহীহ্ হাদীসের আলোকে সকাল সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ
১৫. ছহীহ্ হাদীসের আলোকে বিশ্ব নবী (স)-এর নামায
১৬. আহলে হাদীস এবং আহলে রায়দের মধ্যে পার্থক্য
১৭. কুরআন ও ছহীহ্ হাদীসের আলোকে পীরবাদের ধোঁকায় ইসলাম
১৮. কুরআন ও ছহীহ্ হাদীসের আলোকে তাবলীগ করার পদ্ধতি
১৯. কুরআন ও ছহীহ্ হাদীসের আলোকে মহান আলাহ তা'আলার অস্তিত্ব
২০. কুরআন ও ছহীহ্ হাদীসের আলোকে রসূল (স) মৃত্যুবরণ করেছেন
২১. বিদ'আতীদের সড়যন্ত্রে শবেবরাত
২২. সূরা ফাতিহা ও স্বশব্দে আমীন বলা
২৩. বুকে হাত বাধা, স্বশব্দে আমীন বলা ও পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়ানো

প্রাপ্তিস্থান

দারুল ইসলাম পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭৪-৮০৮৪৫৭৩

মাকতাবাতুল মাজহার
মধুবাজার, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা
ফোন: ০১৯১৫-৯৪১৩৭৬

জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা

ইকরা লাইব্রেরী
বুড়িচং, কুমিল্লা

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুলাহ সরকার লেন, ঢাকা- ১১০০

তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুলাহ সরকার লেন, ঢাকা- ১১০০

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা

সালাফি পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কম. মার্কেট, ২য় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: [illegible]